

বাংলা পর্ন স্টোরি



প্রেজেন্টস্...

গডীয়ে যাও আরও গডীয়ে যাও



কাহিনী

চিত্রনাট্য

অলঙ্করণ

শ্রী অমরস্রষ্টা

আজও কাঁচের মত স্বচ্ছ মনে পড়ে সেই দিনটা।
জুলাইয়ের অপরাহ্ন তখন।

গ্রীষ্মের প্রখর দাবদাহে দগ্ধ কলকাতার বুকে
জনসমুদ্রের জোয়ার যেন ফুটন্ত।

স্কুল থেকে ফিরছি তখন। একা, বিমর্ষ হৃদয়ে...
কারণ জানি বাড়িতে কেউ নেই আমার অপেক্ষায়।

কিন্তু আমি কি কখনো ভেবেছিলাম
আমার জীবনটা এভাবে বদলে যাবে?

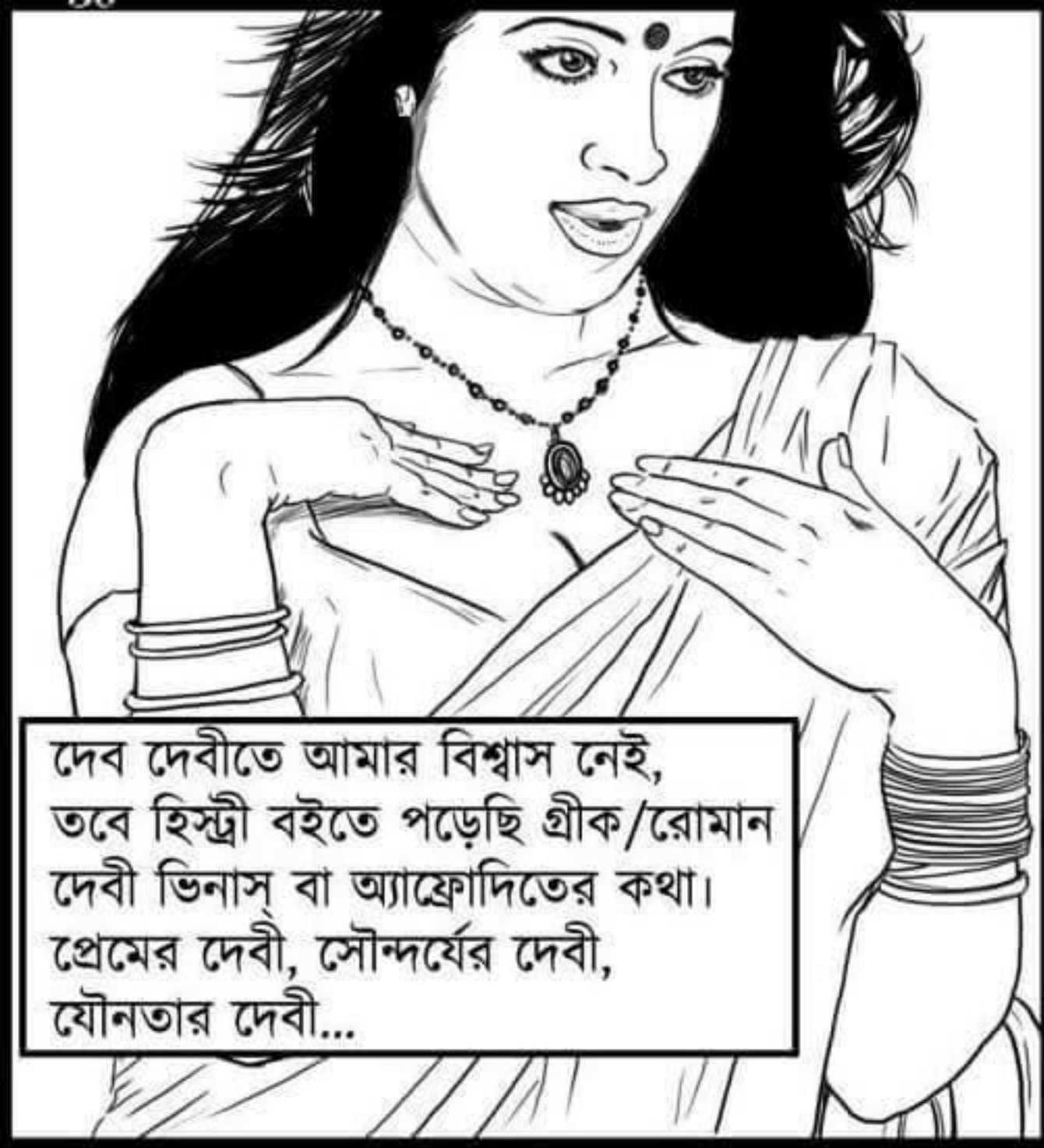
ভেবেছিলাম কি নিয়তি আমার দিকে
লম্বা পা ফেলে এগিয়ে আসছে?...

যদি না সে মুহুর্তে পিছন ফিরে তাকাতাম!

উড়ন্ত কীট যখন জ্বলন্ত আগুনের দিকে তাকায়
তখন তার মনের অবস্থা বুঝি এরম-ই হয়।

মেয়েদের সৌন্দর্য বোঝার বয়স আমার
ততদিনে হয়ে গেছে, কিন্তু বুঝিনি সৌন্দর্য
এতটাই তীব্র আর মারাত্মক হতে পারে!

সারা এস্প্লানেড যেন উদ্ভাসিত হয়ে
উঠেছিল সেই অচেনা যুবতীর উপস্থিতিতে!

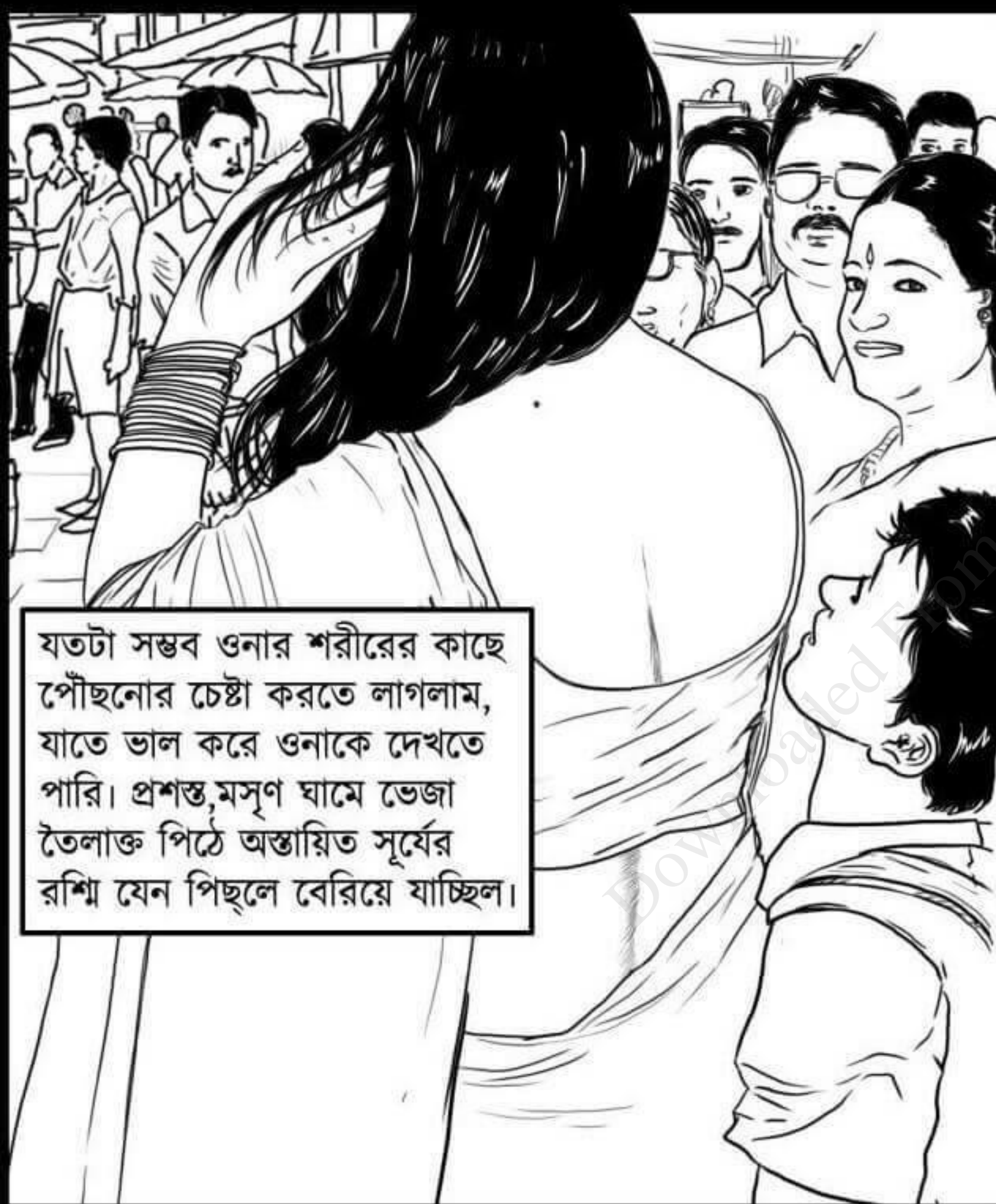


দেব দেবীতে আমার বিশ্বাস নেই,
তবে হিন্দী বইতে পড়েছি গ্রীক/রোমান
দেবী ভিনাস বা অ্যাক্রোদিতের কথা।
প্রেমের দেবী, সৌন্দর্যের দেবী,
যৌনতার দেবী...

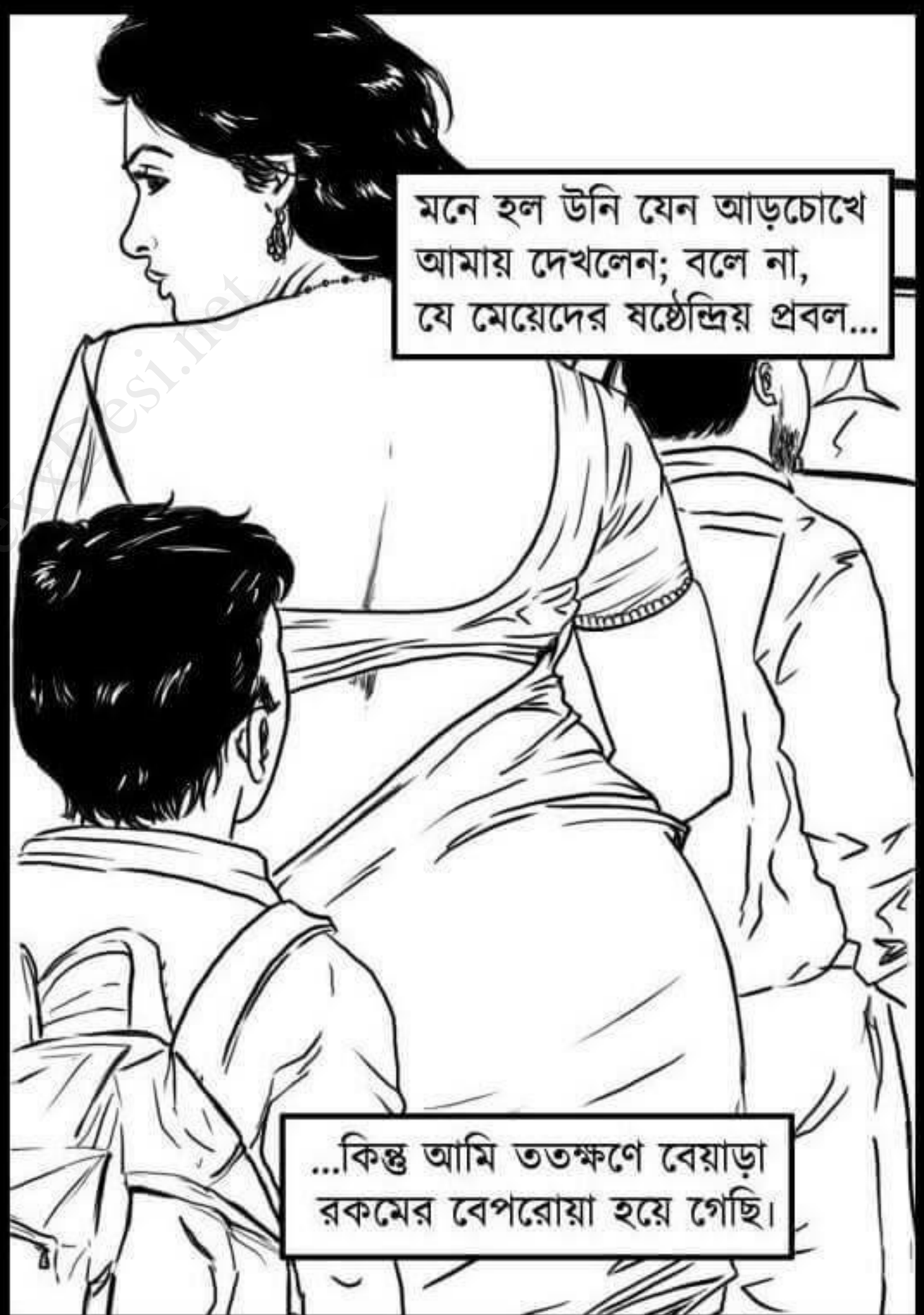


হয়তো এরম-ই এক নারীকে দেখে
এইসব দেবীর কল্পনা অনুপ্রাণিত হয়েছিল।

কিছুটা নিজের অজান্তেই অগোচরে
ওনার পায়ে পা মেললাম।



যতটা সম্ভব ওনার শরীরের কাছে
পৌঁছানোর চেষ্টা করতে লাগলাম,
যাতে ভাল করে ওনাকে দেখতে
পারি। প্রশস্ত, মসৃণ ঘামে ভেজা
তৈলাক্ত পিঠে অস্তায়িত সূর্যের
রশ্মি যেন পিছলে বেরিয়ে যাচ্ছিল।



মনে হল উনি যেন আড়চোখে
আমায় দেখলেন; বলে না,
যে মেয়েদের ষষ্ঠেন্দ্রিয় প্রবল...

...কিন্তু আমি ততক্ষণে বেয়াড়া
রকমের বেপরোয়া হয়ে গেছি।



একটু এগিয়ে বাস্‌স্ট্যাণ্ডে উনি দাঁড়ালেন।
আমিও দাঁড়িয়ে পড়লাম একটু দূরত্ব বজায় রেখে।

ওনার বিষয়ে সবচেয়ে যে
জিনিষটা আমায় আকর্ষিত
করছিল সেটা ওনার উচ্চতা।

বাস্‌স্ট্যাণ্ডের ভীড়ে সবার ওপরে ওনার
মাথা। এত লম্বা মেয়ে আজ অবধি আমি
দেখিনি আর শুধু হাইট-ই নয় তার সাথে
ওরকম ভরাট স্বাস্থ্যপ্রাচুর্যে উপছে পড়া
শরীর দেখা যায় না!

কিছুক্ষণের মধ্যে একটা সল্টলেকের বাস এসে দাঁড়াল আর উনি হনহন করে এগিয়ে গেলেন।

আমার বুক কেঁপে উঠল, আমি থাকি গড়িয়ায়... একেবারে উল্টো রুটে। তবে কী এই সুন্দরীকে আর কোনদিন দেখতে পাব না!?



বাসে প্রচণ্ড ভীড়।

ভীড় আর আমার খাটো উচ্চতার সুযোগ নিয়ে একেবারে ওনার শরীর ঘেঁষে দাঁড়লাম।



ঘাম আর লেডিস্ পারফ্যুমের মাতাল করা গন্ধে আমি বৃন্দ। ঝাঁকুনির সুযোগ নিয়ে তো একবার ওনার শ্বেদ পিচ্ছিল কোমরের নোনা স্বাদও লেহন করে নিলাম।

একটা বিমূর্ত দৃঢ় সংকল্পে বুক বেঁধে ওনার পেছনে এগিয়ে গেলাম।

বাসে ওঠার সময়ে শাড়ির আঁচলের তলা দিয়ে ওনার বুকের বিপুল আয়তনের যে ক্ষণিক দর্শন পেলাম তা যেন আমার সংকল্পের ন্যায্যতা প্রতিপাদন করল।



ভাগ্য আমার সহায়, সামনের দুটো সিট একসাথে খালি হয়ে গেল...

ওনার পাশে বসতে পারার আনন্দে খেয়ালও করিনি উনি আমার ওপর নজর রাখছেন। কড়া নজর।



জানলার ধারের ঝোড়ো হাওয়ার আরাম নিতে
নিতে ব্যাগ খুলে একটা ম্যাগাজিন বার করে
উনি পড়তে লাগলেন।

কৌতুহলবশতঃ ম্যাগাজিনটা দেখতে লাগলাম। কোন
ফালতু লেডিস্ বা ফিল্ম ম্যাগাজিন না, ইন্ডিয়া টুডে।

তীব্র আকর্ষণের সাথে সাথে একটা গভীর সম্বন্ধে
মনটা ভরে গেল। সৌন্দর্য আর মেধা যেখানে
একসাথে হয় তার থেকে চিত্তহারা বোধই আর
কিছু নেই।

ম্যাগাজিন থেকে ক্রমশঃ আমার চোখদুটো
চুম্বকের টানে ওনার বুকের দিকে চলে
গেল। আঁচল ঢাকা সত্ত্বেও বুঝতে
পারছিলাম একটা ডীপ্ লো-কাট ব্লাউজ্
ওনার বিপুল স্তনভারকে আবদ্ধ করে
রেখেছে।

যতক্ষণে না সম্বিত ফিরে
পেলাম একটা গম্ভীর
নারীকণ্ঠে।

একটু সরে বসতে
পারবে? অনেক
জায়গা আছে তো!

ব্যাপারটা যে কতটা অবভিয়াস্
বুঝতেই পারিনি...

অ্যা...হ্যা...স্...স্রি।

কি লজ্জা!

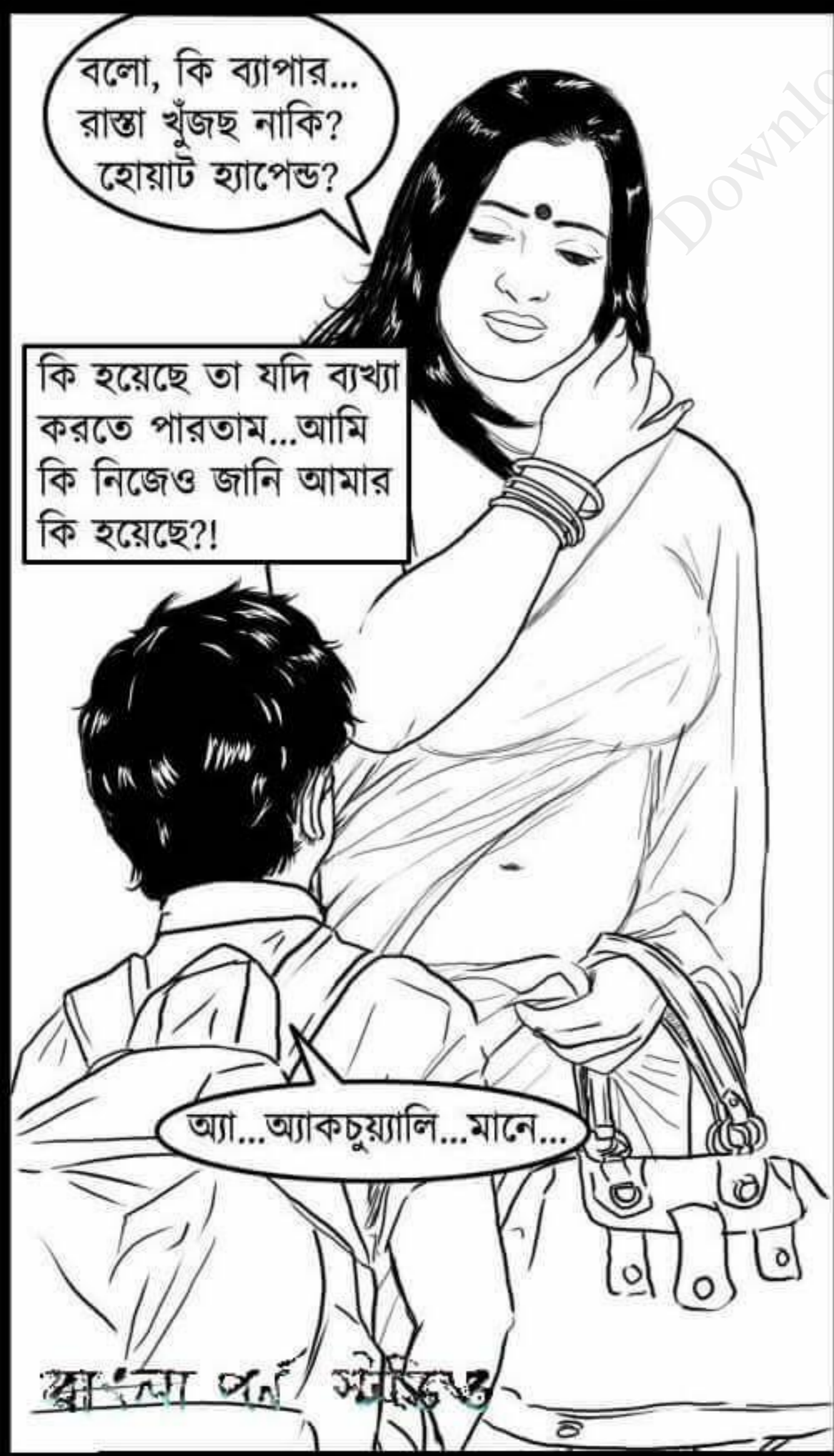
একটা স্টপেজ আসতে উনি
উঠে পড়লেন।

বুঝে গেছিলাম আমার জীবনে
ওনার সান্নিধ্যসুখের ইতি এখানেই।

যদি না সেই মুহুর্তে
ফিরে আমার দিকে
সেই দৃষ্টিটা না হানতেন।

মন আর শরীর
দুটোই আমার
নিয়ন্ত্রণের বাইরে
চলে গেল তখন,
এরকম কখনোও
হয়নি। একটা
মরিয়া জেদ
আমায় গ্রাস
করে ফেলল।

ওহ্ মাই গড!



এক চড়ে গাল
লাল করে দেব
রাস্কেল কোথাকার!
ব্লাডি ইতর!

না আন্টি প্লীজ্...
আমি ওভাবে
মীন্ করিনি!

মানে, কী মীন্ করিনি?
আমি কিছু বুঝিনা?

অনেকক্ষণ থেকে
নোটিস্ করছি যু
আর ফলোইং মি।
দুটো থাপ্পড় মেরে
পুলিশের হাতে
হ্যাওওভার করে
দেব?

প্লীজ্...প্লীজ্ আন্টি
আই সোয়্যার আমি
কিছু খারাপ মীন্
করিনি। বিশ্বাস করুন...

তাহলে কী মীন্
করেছিলে শুনি?

আ...আমি জানি না...
লেট মি গো প্লীজ্!
আই বেগ ইউ!

লজ্জায় অপমানে
ভয়ে আমি ডুকরে
কেঁদে উঠলাম।

লিস্ন্ কিড, তোমার ওই চোখের
জলে আমি ভুলছি না। এইটুকু ছেলে
আর এখন থেকেই এসব?

আমি এবার সত্যিই ভয় পেয়ে
গেছিলাম। ওনার যা চেহারা,
ওই হাতের থাপ্পড় খেলে
আমায় আর দেখতে হত না।

তোমার বাড়ির নাম্বার
দাও তোমার মা-কে
কল করছি এফ্ফুনি।

(ফুঁপিয়ে)...আমার
মা নেই আন্টি...

আবার মিথ্যে কথা বলছো?

চুপ...একদম চুপ! একদম
ভ্যা ভ্যা করে কাঁদবে না!

হুঁউউউ...আমি
সত্যি বলছি
আন্টি...

ওকে নাও শাট্
আপ্! কান্না বন্ধ
কর। বন্ধ কর
বলছি!

দেখি মুখটা...ইশশশ্
একেবারে বাচ্চা তো!

দেখ, অন্যায় যখন
করেছ শাস্তি পেতেই
হবে। কিন্তু আমি
বোধহয় একটু বেশি
হার্শলি বিহেভ করেছি।

আই অ্যাম
সূরি...প্লীজ্...
আমায় যেতে
দিন।

মনে হল ওনার রাগ খানিকটা প্রশমিত হয়েছে। আমার ব্যাকুল কান্না বোধহয় ওনার বুকে একটু মায়ার উদ্রেক ঘটিয়েছিল। আমার হৃৎপিণ্ডটা তখনও লাফাচ্ছিল ভয় আর উৎকণ্ঠায়।

এত সহজে তোমায় ছেড়ে দেব ভাবলে কি করে? শাস্তির কথা শুনে ভয় পেয়ে গেলে? আচ্ছা শাস্তির কথা নাহয় পরে ভাবা যাবে, এখন চল ওই সিসিডিতে।

এত মাথা গরম করে দিয়েছ যে এ.সির হাওয়া আর কোল্ড কফি না খেলে ঠান্ডা হওয়া যাবে না। কি, আপত্তি আছে?

ন...না-তো...

কনফিউজড হয়ে গেলাম, কিছুক্ষণ আগেই মারতে যাচ্ছিলেন...এখন বলছেন কফি খাওয়াবেন?!



টুকেই সৌজন্যতাবশতঃ ওনাকে চেয়ার টেনে দিলাম।

প্লিজ বসুন।

সো সুইট! তোমার ম্যানার্স তো খুব সুন্দর! আই গেস্ আই ওয়াজ রং আবাউট য়ু।

আমিও আর দ্বিরাঙ্কিত করলাম না। আলো ঝলমলে কফিশপের দিকে এগিয়ে গেলাম ওনার সাথে।

আপত্তি থাকলেও আমার বয়েই গেল। যা বলছি তাই করবে ব্যাস্।



জাস্ট নোটিস্ড তোমাকে দেখতেও খুব মিষ্টি, স্মল এ্যান্ড কিয়ুট। কি নাম তোমার?

সুমন...সুমন দে।

হাই সুমন; আয়্যাম সুতপা, সুতপা রয়। এইচ আর ম্যানেজার উইপ্রো ইনফোটেক।

বাব্বাঃ কত বড় পোস্ট!





এরপরে আন্টি পরম আদরে
আমার জামাটা খুলে দিল।

চল, সমুদ্র আমাদের
দু-হাত বাড়িয়ে ঢাকছে।

আমায় কোলে নিয়ে
সাগরতটে হাঁটতে
হাঁটতে মধুর কণ্ঠে
গাইতে লাগল আন্টি।

তুমি জানও নাআঁ
আমি তোমারে পেয়েছি
অজানা সাগরএএ..

আর তারপর সমুদ্রের
জলের আবেশে আমরা
ভেসে গেলাম।

কি ভাল লাগছে আন্টি!

সমুদ্র হল আমার প্রাণের শান্তি
সুমন, আমার আত্মার আরাম।

উঃ...এই ব্রা-টাও
ছোট হয়ে গেল!

প্রবল জলোচ্ছ্বাসে অন্তর্বাসের লাগামছাড়া
স্তনদুটিকে সামলাতে আন্টি যখন অন্যমনস্ক...

...সেই মুহূর্তে ওনাকে
ভিজিয়ে দিলাম
আমার দুষ্টুমিতে!

ডুপান

হি হিঃ...

আঃ!

হি হি হিঃ...নুনজল
কেমন খেতে আন্টি?

আমাকে ধরো দেখি!

আচ্ছা, আমার সাথে দুষ্টুমি?
তোকেও আজ নুনজল খাইয়েই
ছাড়ব, পালাতে পারবি না!



কল্পনার ক্যানভাসে আঁকছিলাম এক
অদ্ভুত সুন্দর ছবি, যেন কিশোর কৃষ্ণের
সাথে তাঁর পূর্ণবয়স্ক মামী রাধার
প্রেমময় জলকেলি।

দাঁড়া আজ তোর হচ্ছে...
আগে ধরি তোকে!

ইশ্ ভিজে শায়া পড়ে
দৌড়নো যায়?!

হি হি...ধরতে পারে
না...ধরতে পারে না!



এইতো ধরে
ফেলেছি!

আইই!

হা হা হাঃ আমার
সাথে তুই পারবি?

আন্টি...আন্টি প্লীজ
আমাকে জলে চুবিয়ে না!

এ-মা, বোকা ছেলে
কোথাকার...চোবাব কেন?



যে নোনা জল ছিটিয়ে আমার বুক ভিজিয়েছিস সেটাই
আবার বুক থেকে চেটে পরিষ্কার করবি, বুঝেছিস?
আমার বুকে একফোঁটাও নুন যেন লেগে না থাকে।

ওকে বেবি?

উমম...হুম...



আঃহহহ...

সঙ্গলক...হাহহ...

কল্পনার সমুদ্রে ভাসতে
ভাসতে হঠাৎই ফিরে
এলাম বাস্তবে।

চতাক

হেল্লো...কোথায় হারিয়ে গেলে?
কফি তো ঠান্ডা হয়ে গেল!

বাব্বাঃ...কি আপনভোলা ছেলে!
এনিওয়ে এখন একটা কথা
বলতো...চেনো না, জানো না,
একেবারে আই লাভ য়ু?

আপনি হয়ত বিশ্বাস করতে পারবেন
না আপনাকে দেখামাত্র মনে হল যেন
এই মুহূর্তটার জন্যেই জন্মেছি। এত
ইন্টেন্স ফিলিং আমার আজ অবধি
হয়নি, মনে হল আপনার জন্য সব
করতে পারি।

হুম্‌মম...তোমার
ইন্টেন্স ফিলিংটা
যে কি আমি
বুঝতে পারছি।

আমাকে দেখে
সব ছেলের-ই
এটা হয়,
নাথিং ন্যু।

এত কনফিডেন্স?

কিন্তু সব করতে
পার এটা কি
করে বিশ্বাস করি?

আপনি বলে
দেখুন...

ওকে হিয়ারস্‌ দ্য ডিল,
আমি তোমাকে একটা
ইসেন্টিভ দেব টু ডেয়ার
য়ু ইন্টু ডুয়িং সামথিং।

ই...ইসেন্টিভ মানে?

পুরস্কারের
আশ্বাস।

আমার এখানে এই
তিলটা দেখেছ?

অ্যা...হ্যাঁ।

কি অপূর্ব সুন্দর ওনার
লম্বা, মসৃণ গলার
কোণায় সেই তীক্ষ্ণ
কালো তিলটা!

এই তিলটায় আমি তোমাকে
একটা চুমু খেতে দেব...

...আর তার
বদলে...

এইখানে সবার
সামনে প্যান্টের
জিপ খুলে তোমাকে
তোমার পেনিস্টা
বার করতে হবে।

ইন পাব্লিক...
হি হি হি!

আমি বুঝলাম উনি আমার সাথে প্রচণ্ড নিষ্ঠুর একটারসিকতা করছেন। সুন্দরীরা নিষ্ঠুর-ই হয় জানা কথা। কিন্তু আমিও প্রস্তুত হয়ে নিলাম...



যদি ওনার নিষ্ঠুরতার পাষণবেদিতে আজ আমার ক্ষুদ্র সন্মান বলিপ্রদত্ত হয় তাহলে তা-ই সই!



কি হল উঠে পড়লে যে?

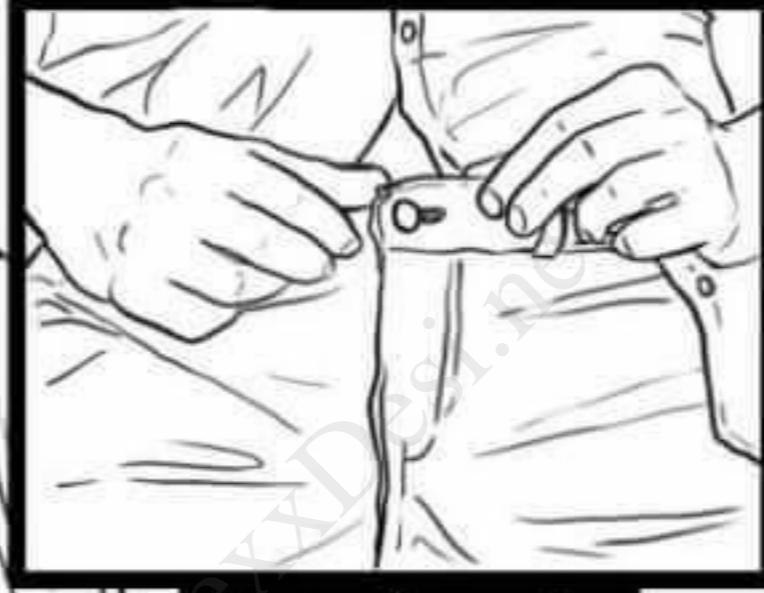
নট আপ টু ইট? জানতাম...চলো বাসে তুলে দিয়ে আসি। এরপরে ভুলে যেয়ো দিস্ এভার হ্যাপন্ড আর থিক্স টোয়াইস্ বিফোর বুলশিটিং।

একরঙি ছেলে একটা...হুঃ!

আর কিছু? কফি শেষ হয়ে গিয়ে থাকলে চল।



আন্টি আমি যখন বললাম আপনার জন্য আমি সব করতে পারি...



আমি সত্যিই বলছিলাম।



ওঃ মাই গড!



সেই মুহূর্তে ওনার সামনে আমি নিঃস্ব...রিক্ত। মান, সন্মান, লজ্জা, ভয় সবকিছুই যেন ওনার সামনে তুচ্ছ হয়ে গেল।

তোমার কি মাথা খারাপ? আমি বললাম আর তুমি করলে, ইডিয়ট কোথাকার? কেউ দেখে ফেললে কি হত?

কি ডেস্পারেট ছেলে রে বাবা!

আন্টি আমি তো বলেছিলাম আপনার জন্যে আমি সব করতে পারি!

বুঝেছি, এবার চল আমার সাথে... খুব বীর পুরুষ তুমি। আই হোপ কেউ দেখেনি!

আন্টি কোথায় যাব?

চুপচাপ চলো।

উনি উত্তেজিত পায়ে বেরিয়ে পড়লেন। আমিও বাধ্য ছেলের মত আনুসরণ করলাম।

ট্যাক্সি, ব্লক সি চল।

খুব শখ না তোমার? চল আমার ফ্ল্যাটে, আজ হচ্ছে তোমার।

জি মেমসাব।

আমি কিছুই বুঝিলাম না।

জানি না যা করছি তা ঠিক কিনা, কিন্তু এটা আমার চাই-ই! আই ডোন্ট কেয়ার নাও।

ব...বুঝলাম না আন্টি।

বুঝতে হবে না।

আঃ...কিছু ভাবতে পারছি না। এই ট্যাক্সি তাড়াতাড়ি চল!

আমরা এসে নামলাম একটা
ছিমছাম ফ্ল্যাটবাড়ির সামনে।

কি হল, এসো...
লজ্জা পাচ্ছ নাকি?

না...এইতো।

উদ্যোগী

নাকি ভয় পাচ্ছ? ট্যাক্সিটা
এখনও হয়ত নিচে দাঁড়িয়ে
আছে,তুলে দেব?

আমার বুকটা
ধক করে উঠল।

না...নানা
ভয় পাব কেন?

হা হা...আমি কি
জানি, আমার ব্যাগটা
একটু ধরতো।

শিওর!

কি বিশাল
তানপুরার
মত নিতম্ব!

কালকে কাজের মেয়েটাও
আসবে না...নিশ্চিত!
স্ট্রেঞ্জ...এটা যেন
হওয়ার-ই ছিল।

উনি যে নিজের মনে
কি বলছিলেন কিছুই
বুঝিলাম না।

যাও জুতো ছেড়ে
ভিতরে গিয়ে বসো।

একটা সুদৃশ্য ড্রয়িংরুম
আমাদের আভ্যর্থনা করল,
চারিদিকে বৈভবের ছড়াছড়ি।

কিন্তু আমাকে উনি এখানে কেন
আনলেন? আমার যে একটুও ভয়
করছিল না তা বলব না।

একটা মেসেজ করে বলে দিই কালকে অফিসে আসতে দেরি হবে।



নয়তো সকাল থেকে ফোন করে করে পাগল করে দেবে। কালকের মিটিংটাও পোস্টপন্ করে দিই।

শেল্ফের দিকে চোখ চলে গেল, কত দামী দামী বই! আমার ছোটবেলা থেকেই বই পড়ার খুব শখ।



বই দেখতে দেখতে কয়েকটা ছবির ফ্রেমে চোখ আটকে গেল।



ছবির ফ্রেমে দেখলাম আন্টির সাথে এক সুদর্শন, দীর্ঘকায় কিন্তু একটু বয়স্ক এক পুরুষকে। মনে হয় ওনার স্বামী।



কি সুন্দরী লাগছিল আন্টিকে!

কি দেখছ? ইনি আমার হাজ্‌ব্যান্ড অচিন্ত্য বর্মণ। বিখ্যাত সায়েন্টিস্ট।



কলেজে পড়ার সময়ে উনি আমার প্রফেসর ছিলেন। তারপর বাড়ির অমতে আমাদের বিয়ে কারণ উনি আমার থেকে বয়সে অনেক বড়।

এখন তো সে প্রেম উধাও। আমার জন্য ওর সময় নেই। খ্যাতির পেছনে ছুটে বেড়াচ্ছে, সারা বছরই প্রায় বাইরে থাকে। এখন জেনিভাতে।



দেখতেই পাচ্ছ, সুখ ছাড়া সবই দিয়েছেন, একটা সন্তান পর্যন্ত দিতে পারেনি।

একটা মেয়ে হিসাবে আমি যে কতটা অতৃপ্ত তা যদি ও কোনদিন বুঝত তাহলে হয়ত এদিনটা আসত না...



আই অ্যাম সরি আন্টি।



ছাড় ওসব কথা, ইটস্ টু ডিপ্রেসিং টু টক আবাউট। ওমা ওরকম গুটিগুটি মেরে বসে আছ কেন, এখনও ভয়?

না না...ভয়ের কি আছে?

আমার দিকে উনি ধীর পায়ে এগিয়ে এলেন। কি লম্বা উনি!



হুম্মম ডর কে আগে জিত হ্যায় বুঝলে?

তোমার বয়স কত বলত? এত ছোটবেলাতেই এত পাকা হয়ে গেছ?

আমি থার্টিন প্লাস্, ক্লাস এইটে পড়ি।



তাই বুঝি, আমার তো মনে হয় আরও ছোট।

না না, সত্যি! আমার ক্লাসের খাতা দেখাব?

থাক...হয়েছে।



আয়্যাম থার্টি-টু, তোমার থেকে অনেক বড় আমি, বুঝলে? আমাকে মিথ্যে বলে পার পাবে না।

আচ্ছা, তুমি বললে তোমার মা নেই, এটা কতটা সত্যি?

শি পাস্‌ড আওয়ে?

একদম সত্যি।

বাপীর সাথে অনেকদিন ধরেই প্রবলেম চলছিল কিন্তু আমাকে ছাড়া মা থাকতে পারত না। খুব বড় কম্পানিতে চাকরি করত মা, কিন্তু আমার পুরো খেয়াল রাখত। আমার দুনিয়াতে মা ছাড়া আর কিছু ছিল না। আট বছর বয়স অবধি রোজ রাত্রে আমাকে বুকের দুধ খাইয়ে ঘুম পাড়াত মা।

না, চার বছর হয়ে গেল মা আমাকে আর বাপীকে ছেড়ে নতুন কাকুর সাথে সিঙ্গাপুরে চলে গেছে। মা আমাকে খুব ভালবাসত আন্টি...

কি ভাল লাগত আমার মায়ের দুধ খেতে, এখনও মনে পড়ে। নতুন কাকু আসার পর মা কেমন বদলে গেল...



এদিকে আয় আমার কাছে...

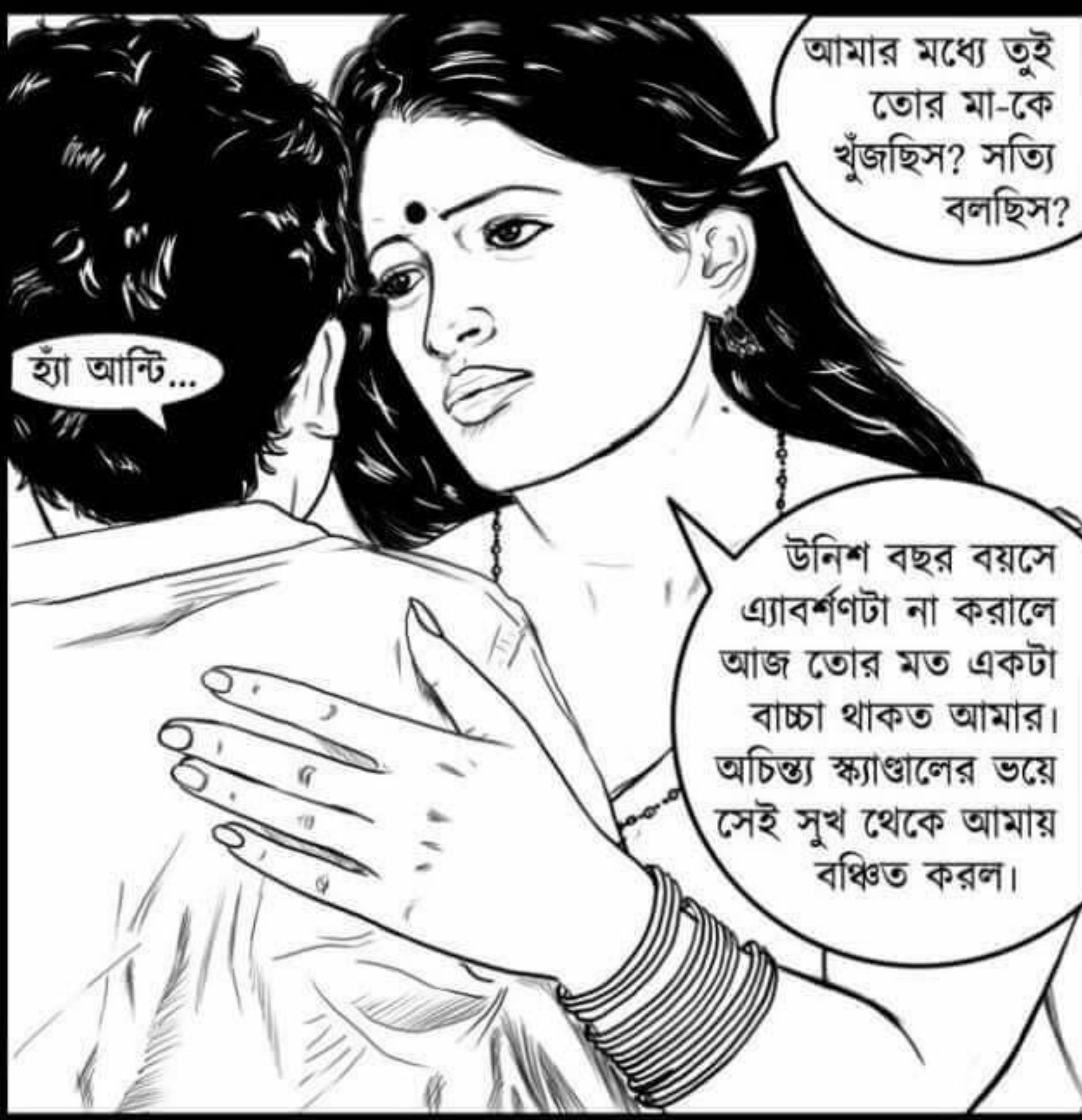


মা-কে খুব মিস্ করিস?

হ্যাঁ... ভীষণ!



মা অনেকটা তোমার মত ছিল আন্টি, লম্বা...সুন্দরী...



হ্যাঁ আন্টি...

আমার মধ্যে তুই
তোর মা-কে
খুঁজছিস? সত্যি
বলছিস?

উনিশ বছর বয়সে
এ্যাবর্শণটা না করলে
আজ তোর মত একটা
বাচ্চা থাকত আমার।
অচিন্ত্য স্ক্যাণ্ডালের ভয়ে
সেই সুখ থেকে আমায়
বঞ্চিত করল।



আমি আজও বঞ্চিত।

আন্টি প্লীজ...

...আজকের
দিনটার জন্যে
আমার মা হও।



আয়...আমার
বুকে আয়...
আহহহ!

ওহ্ মাই গড...আন্টি
তুমি কি ভাল!

ওনার শরীরের সুগন্ধে
যেন বিলীন হয়ে গেলাম।



মন দিয়ে শোনো, আজকের দিনটা আমাদের ভাগ্যে
লেখা ছিল। আজ রাতে আমি তোমার মা হব...

কিন্তু তার সাথে আরও
অনেক কিছু, আমাদের
রিলেশনশিপটা এত
সিম্পল নয়।

কিন্তু যা হবে
সেটা যেন কেউ
কোনওদিনও
না জানতে পারে।

আ...আচ্ছা।



আজ রাতটা
শুধু আমাদের।

মন আর শরীরের যত
অবদমিত আকাঙ্ক্ষা,
চাহিদা, বাসনা...সব
পূরণ করব।



নাও বাড়িতে একটা ফোন
করে বল আজ ফিরবে না,
কোন একটা বন্ধুর বাড়িতে
গ্রুপ স্টাডি করবে।

আ..আন্টি একটু ভয়
করছে। বাপী রাগ
করতে পারে...

ভয় কিসের? আমি তো আছি, রাগ করলে আমাকে ফোনটা ধরিয়ে দিয়ে বলবে আমি তোমার বন্ধুর মা। আমি কথা বলে নেব।

আচ্ছা।

ক্রিং ক্রিং

হ্যালো...

হ্যালো বাপী...

একি, তুমি এখনও বাড়ি ফেরোনি কেন...সাতটা বেজে গেছে!

না, আমি আসলে প্রমিতের বাড়িতে। সামনে ক্লাস টেস্ট তাই গ্রুপ স্টাডি করব বলে এসেছি।

গ্রুপে কতটা স্টাডি হয় আমি জানি। তা কখন ফিরবে?

না প্রমিতের মা স্কুল টিচার তো তাই উনি আজকে আমাকে পড়াবেন। রাতে এখানেই থাকব।

হুম...ঠিক আছে, ওঁকে একবার দাও একটু কথা বলে নিই।

উফ...কি গরম, শাড়িটা কি টাইট লাগছে!

হ্যাঁ এই নাও, দিচ্ছি। আমাকে তো তুমি বিশ্বাস কর না।

বাব্বাঃ কি অভিমান! দাও ফোনটা।

শাড়ির আঁচল সরিয়ে লো-কাট ব্লাউজ আবৃত বিশাল ভরাট বক্ষসৌষ্ঠব উনি উন্মুক্ত করে দিলেন আমার সামনে।

মিঃ দে আপনি চিন্তা করবেন না, সুমন একটু পিছিয়ে পড়েছে তাই বলল আমাকে একটু হেল্প করে দিতে।

থ্যাঙ্কস মিসেস সেন।

কাল ও ঠিক সময়ে বাড়ি পৌঁছে যাবে, ডোন্ট ওয়ারি।

ব্যাস এবার আর কেউ ডিস্টার্ব করবে না। তবে তুমি কিন্তু মিথ্যে বলনি, তোমাকে আজ আমি অনেক কিছু শেখাব।

কি...কি শেখাবে আন্টি?

আপনাকে অশেষ ধন্যবাদ।

তাহলে রাখি?

অবশ্যই...ক্লিক



ওলে বাবালে...কি মিষ্টি তুই! কিচ্ছু বুঝিস না একেবারে।

আন্টি আমাকে নিবিড় ভাবে কাছে টেনে নিল। কি ভাল লাগছিল!



আজ তোকে যা শেখাব তা তোর জীবনটাকে পুরো বদলে দেবে, বুঝলি?

উম্মম...

আন্টির বুকে পরম ভালবাসায় মুখ গুঁজে দিলাম। আর লজ্জা লাগছিল না।

বিপুল স্তনের গভীর খাঁজে জমে থাকা ঘাম আর পাউডারের একটা তীব্র মেয়েলি গন্ধ আমায় পাগল করে দিচ্ছিল।



তবে এখানে না, তোর ক্লাস্ আমি বেডরুমে নেব।

হি হি...শুয়ে শুয়ে ক্লাস্...কি মজা!



শুয়ে বসে সবভাবেই ক্লাস্ নেব। তবে আমি যা বলব তাই করতে হবে...ওকে?

প্রমিস আন্টি এখন চল প্লীজ...আমাকে কোলে করে নিয়ে চল না...

ইশ্...আন্ডার দেখ ছেলের! একেবারে আদরের পোকা... এত বড় হয়ে গেছ, থার্টিন প্লাস্,কোলে চড়তে লজ্জা করবে না?

তোমার সাথে আর কি লজ্জা আন্টি? তুমি তো আদর করার জন্যেই আমাকে আজ রাত্তিরে রাখলে।



উফ...খুব কথা শিখেছিস... চল এবার, কোলে চড়ার ইচ্ছে পরে পূরণ করব।

বেডরুমের দরজাটা যেন আমাদের হাতছানি দিয়ে ডাকছিল। কি হবে ওই ঘরে আজ? শরীরের ভিতরটা বিমবিম করে উঠছিল এক অজানা উত্তেজনায়।

কই এসো...আর ইউ গ্রোয়িং কোল্ড ফিট নাও? ভয় পেলে হবে? আজ রাত্তিরে না আমি তোমার মা? আদরে আদরে পুরো রাতটা ভরিয়ে দেব আমরা।

উম...হ্যাঁ...

চোখদুটো তো চুম্বকের মত সেঁটে আছে আমার বুকের ওপর। কি দেখছ এত?

ন...নাতো!

সব বুঝি, বাসে যা করছিলে...! এসিটা এবার চলাই, আর পারছি না...কি গরম!

আমিও আর পারছিলাম না...

আই লাভ ইউ আন্টি... ওহ গড্, আই লাভ ইউ!

সস্‌স্‌ আঃ...আন্তে!

একেবারে বুকে হাত দিচ্ছিস... সাহস তো কম না!

কি বড় আর ভারী তোমার দুদুগুলো আন্টি, নিশ্চই দুধে ভর্তি!

বোকা ছেলে, মেয়েদের বুক বড় হলেই কি দুধ ভর্তি হয় নাকি? তোর মা তোকে একেবারে স্পয়েল করে দিয়েছে আট বছর অবধি ব্রেস্টফিড করিয়ে!

আন্টির গভীর নাভিতে আঙ্গুল ঢুকিয়ে ওনার পেলব কোমরে চুমু খেতে লাগলাম।

স্‌স্‌... আহ্!

উম...মুয়াহ্!

আয়, আমার কোলে আয়...তোর সব ইচ্ছে আমি আজ পূরণ করব।

আঃ!

একটা বেড়ালছানার মত অনায়াসে আন্টি আমাকে কোলে তুলে নিল। তুলনাহীন রূপের সাথে অসামান্য স্বাস্থ্য আর শারীরিক শক্তিও দিয়েছেন ঈশ্বর এই নারীকে।

তুই কোথায় ছিলি এতদিন রে...আমার শরীর আর মনের জ্বালা মেটাবার জন্যই কি তোকে পাঠানো হয়েছে? আঃহহ...

মমম্...আমাকে ভালবাসো আন্টি...

আন্টির নরম গালে গাল ঘসতে লাগলাম পরম আদরে।

ম্..মমুম...

আন্টি আমাকে ওর গোলাপের পাঁপড়ির মত ঠোঁট দিয়ে ছোট ছোট চুমু খেতে লাগল। স্বর্গ কাকে বলে বুঝতে পারছিলাম।

মমুম্...আই লাভ ইউ...

আয়... বিছানায় আয়...

হুমম্...খুব ভাল লাগে না, মেয়েদের গায়ে লেপ্টে থাকতে? কি অভ্যেস বানিয়ে দিয়ে তোকে ছেড়ে গেছে তোর মা...তোর কষ্ট হয় না?

ভীষণ হয় আন্টি, কিন্তু এখন খুব ভাল লাগছে...কি শান্তি...কি আরাম তোমার বুকে মাথা রেখে।

হুমম্...ঘুমিয়ে পোড়ো না আবার...আসল আরাম তো এখনও শুরুই হয়নি।

দুদুটা একটু খেতে দাও না...
তোমার, আমার দুজনেরই
তো আরাম লাগবে।



কি বদমাইশ! দেখতেই
শুধু বাচ্চা...ভিতরে
ভিতরে তো পাকামি ভর্তি!

এসির হাওয়ার আয়েসে
আন্টি আড়মোড়া ভাঙল,
আর বগল থেকে ঘামের
একটা দমকা গন্ধ
আমার ঘ্রাণসুখকে
উত্তেজিত করে
তুলল।



দেব...সঅঅব
দেব, কিন্তু
আস্তে আস্তে...
আঃ...

মা ছাড়া আর কোন মেয়ের
শরীর তুই ছুঁসনি না?
গার্লফ্রেন্ড নেই?

না, স্কুলের মেয়েদের
আমার পোষায় না।
ওরাও আমায় পাত্তা
দেয় না।

তা পোষাবে কেন?
যে জিনিসের স্বাদ
তুমি পেয়েছ
তারপরে আর
বাচ্চা সমবয়সী
মেয়েদের ভাল
লাগবে?



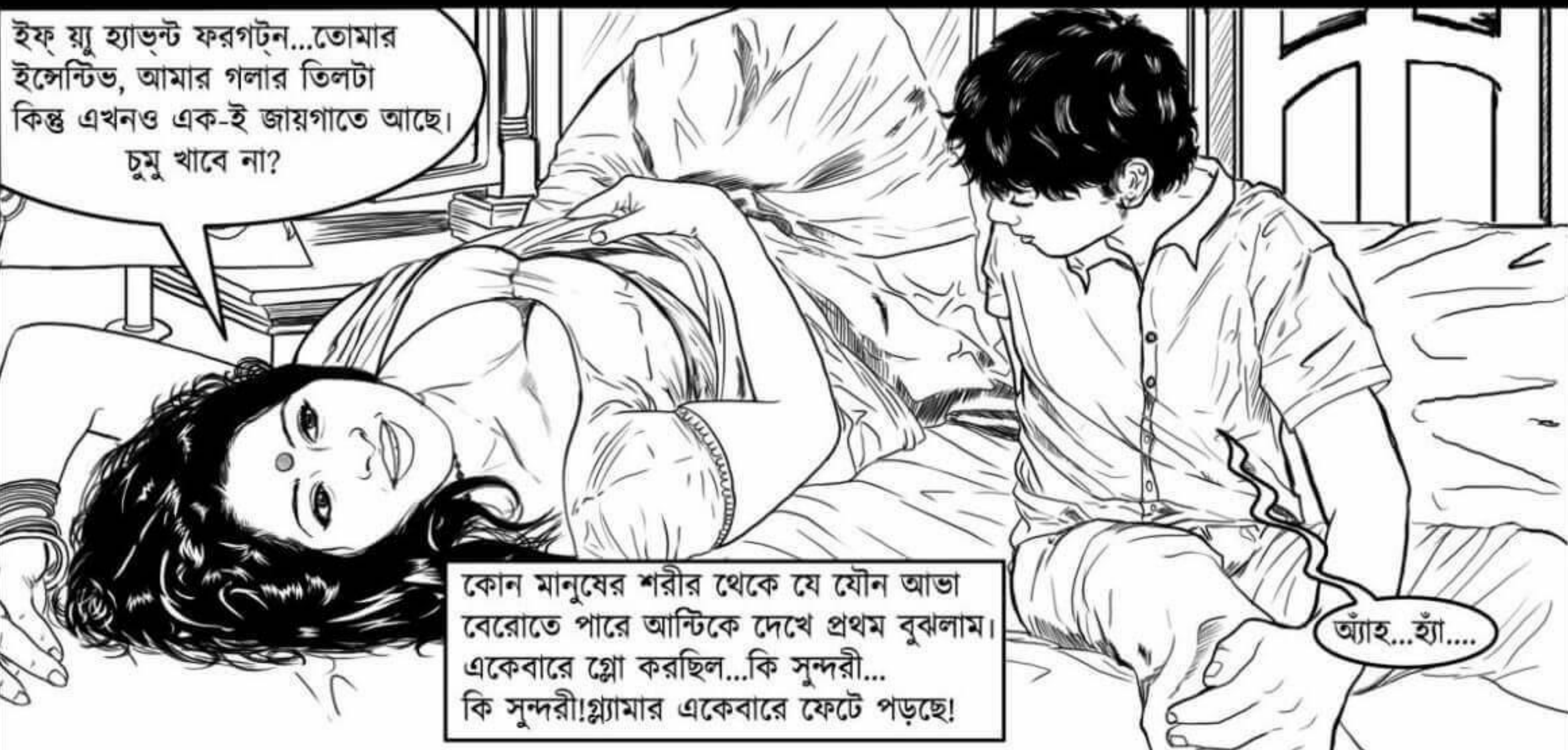
বড় মেয়েদের শরীর থেকে
কিন্তু দুধ ছাড়াও অন্য
অনেক জিনিস বেরোয়,
সেগুলো কোনদিন খেয়েছিস?

ন...নাতো!

হুমম...সব খাওয়াতে হবে আজ
তোকে। আমার শরীরের বাঁধ
ভেঙ্গে আজ জোয়ার আসবে রে...
আয়, অনেক ওয়েট
করিয়েছি তোকে।
তোর মা-কে আজ
ভুলিয়ে দিই আয়...



ইফ যু হ্যাভন্ট ফরগটন...তোমার
ইসেন্টিভ, আমার গলার তিলটা
কিন্তু এখনও এক-ই জায়গাতে আছে।
চুমু খাবে না?



কোন মানুষের শরীর থেকে যে যৌন আভা
বেরোতে পারে আন্টিকে দেখে প্রথম বুঝলাম।
একেবারে গ্লো করছিল...কি সুন্দরী...
কি সুন্দরী!প্ল্যামার একেবারে ফেটে পড়ছে!

অ্যাঁহ...হ্যাঁ....

আর পারলাম না, পাগলের মত আন্টির বুকের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লাম।

আআঃ!

উফ্ফফ!

কি নরম গো..

কি সুন্দর আন্টির
নরম থলথলে পেটিটা!

স্‌স্‌...আঃ...
মেয়েদের শরীর
নরম-ই হয় রে
বোকা!

তোমার শরীরে ডুবে যেতে
ইচ্ছে করছে আন্টি।

আন্টির সাগরের মত বিশাল
শরীরের গভীরে আমার ছোট
ডিঙিটা তলিয়ে যাবার তীব্র
আকাঙ্ক্ষায় ছটফট করে উঠল।

স্‌স্‌স্‌...আ...আঃ! এত জোরে
টিপিস না, পেটে দাগ হয়ে
যাবে। কালকে শাড়ি পরব
কি করে?

আন্টি রাউজ্‌টা
খোলো না...প্লীজ্‌!

খুলব...আস্তে আস্তে।
অনেক সময় আছে...
ধৈর্য্য ধর।

বুঝলাম নিজেকে সম্পূর্ণ উন্মুক্ত করার আগে আন্টি আরও
আদর চাইছে। আমিও কার্পণ্য না করে উজাড় করে দিতে
লাগলাম নিজেকে। আন্টির তৃপ্তিই তখন আমার জীবনের
মোক্ষ। মেয়েদের কি করে সুখ দিতে হয় ততদিনে
কিছু অ্যাডাল্ট সিনেমা দেখে ধারণা হয়ে গেছে।

তুমি যা বলবে আন্টি...মুম্‌ম্‌...

স্‌স্‌স্‌...আআআহ্‌!



ব্লাউজের ওপর দিয়েই দুদুটা
খাওয়ার চেষ্টা করতে গেলাম কিন্তু...

না...এখন না, যা
করছিলিস কন্টিনিউ কর।



আল্...ললল...

ওঃহ্হ!



উম্...মম...মুয়াঃ...

চুমুতে চুমুতে আন্টির নরম
গালগুলো ভরিয়ে দিলাম।
আমার মুখের ভাপে উষ্ণ,
সিক্ত হয়ে উঠছিল আন্টির গালটা।



উম্...উম্...মুম্...

আন্টির কানটা অল্প
অল্প কামড়াতে আর
চুষতে লাগলাম।

ম্মমঃ...উফফফ!



আমার কাছে আয়...
আরও কাছে...

আন্টি...আমার শরীরের
ভেতরটা কেমন জানি
করছে...প্লীজ্ কিছু একটা
কর, আর পারছি না!

করব সোনা, শরীর আর মনকে
শান্ত করার জন্যেই তো আমাদের
আজ মিলন। কত ছেলের সাথেই
তো করেছি তোর আঙ্কলের
অবর্তমানে...কিন্তু এরকম অদ্ভুত সুন্দর
অনুভূতি কখনও হয়নি...কি অপূর্ব!



দেখি তোর
ছোট্টকুটার
কি অবস্থা...

স্স্স্...আন্টি...আঃ!

আন্টি সটান চেন খুলে
আমার জাগ্রিয়ার ভিতর
হাত ঢুকিয়ে দিল।



বাব্বাঃ এ-তো একেবারে ঠাট্টিয়ে খাড়া!
নট ব্যাড ফর আ বয় অফ ইয়র এজ।

কিছু একটা কর আন্টি...প্লীজ...
আঃ! কি ভাল লাগছে তোমার হাতটা!

কি করব? হি হিঃ...আমি এখন কিচ্ছুটি করব
না, নয়ত এই মুহুর্তে তুই ছড়িয়ে একাকার
করবি। একটা কথা বলতো...ম্যাস্টার্বের্ট
করতে শিখেছিস নিশ্চই, তোর বেরোয়?

না, বাবা বলে যে ম্যাস্টার্বের্ট করা
খারাপ। অন্ধ হয়ে যেতে পারি।

সব বাজে কথা, নে
ওটা বার কর দেখি...



ইশ্শ...কি অবস্থা...তোর যে কত ভাল ভাগ্য তুই নিজেও জানিস না
সুমন। তোর বয়সী সব ছেলেরা এটা নিজে নিজেই করতে
শেখে আর এখানে আমার মত একটা মেয়ে এই
অনুভূতিগুলো প্রথম তোকে অনুভব করাবে। নে, ম্যাস্টার্বের্ট
কর। তোর জীবনের প্রথম এজাকুলেশনটা
আমিই করাব আজ।

স্বসস...তুমি একটু
করে দাও না গো।

বললাম তো এখন না।
তোর যা অবস্থা তুই
এক্ষুনি ডিস্চার্জ করে
দিবি, তারপর গোটা
রাতটাই বরবাদ। অন্য
একটা জিনিস করছি
দাঁড়া...হাত সরে...

এরপর আন্টি একটা
অপ্রত্যাশিত জিনিস করল...



...মুখ থেকে একগাদা থুতু বার করে
আমার নুনুর ওপর ফেলল আন্টি।

ঝথুঃ...

ওনার গরম থকথকে লালায়
ভিজে গেল আমার নিম্নাঙ্গটা।



থুতুর উষ্ণ চটচটে ফিলিংটা ভীষণ ভাল লাগছিল।

নে, পুরো লুব্রিকেট করে দিয়েছি এবার ভাল করে
স্ট্রোক মার, কিরকম আরাম লাগে দেখ। ইশ্
নুদ্ধটাতো একেবারে ফেটে যাবে মনে হচ্ছে।
আমি যখন বলব খেঁচা বন্ধ করবি...বুঝালি?

যা বলবে আন্টি...শুধু একটু দুদুটা
দাও, একটু...প্লীজ...পায়ে পড়ি তোমার...



উফ্ফ...কি নাছোড়বান্দা ছেলে রে বাবা! নে, শান্তি? এই বুকদুটো নিয়ে হয়েছে আমার জ্বালা....

স্বসস...কি বিরাট আর সুন্দর গো আন্টি!



হম্ম জানি, এই যে... এখানটা টেপ...

স্বসস...আঃ...আস্তে!



হঠাৎ করে আন্টি কেমন জানি ক্ষেপে উঠল।

ওঠ...ওঠ বলছি...আজ তোর নিস্তার নেই!

আ...আন্টি!



ক্ষুধার্ত বাঘিনী যেভাবে হরিণশাবককে ছিঁড়ে খায় সেভাবেই হিংস্র চুমুতে আমার মুখটাকে যেন খেয়ে ফেলছিল আন্টি...

চুপ...মম...মুয়াহ...মুম্পফ...মুহহ....

আঃহ...



আমার শরীরে যে আগুন জ্বালিয়েছিস এখন তা দবানলে পরিবর্তিত হয়েছে...

গত ছ'মাস আমি কোন সেক্স পাইনি, আমার বয়সী একটা মেয়ের পক্ষে সেটা কত যন্ত্রণার তা বুঝিস?

আমাকে ফুল স্যাটিসফাই না করা অবধি এই বাড়ি থেকে তুই বেরোতে পারবি না, বুঝলি?

স্বসস...লাগছে! আন্টি, তুমি না আজ রাতে আমার মা?



হ্যাঁ রে শালা, আমার পুঁচকে সেয়ানা হারামজাদা...আর আজ রাতে তুই হবি মাদারচোদ! শার্টটা খোল এক্ষুনি...

লাগছে আন্টি...উফ্ফফ!

আমি বাসেই বুঝে গিয়েছিলাম
তুই আমার শরীর চাস। আর
চাইবি না-ই বা কেন, আমার
কি আর যেমন তেমন
শরীরটা? অফিসের ছেলে,
বুড়ো সবাই আমার ওপর
ফিদা, আমি কিন্তু কাউকে
পান্ডা দিই না।

তবে তোর সাহস দেখে আমি ইমপ্রেসড হয়ে গেলাম।
ইট টেকস্ রিয়্যাল গাটস্ ফর আ বয় লাইক যু টু
এপ্রোচ আ উওমান লাইক মি। কিন্তু ভুলে যেও না হু
ইজ্ ইন চার্জ হিয়র। তুই আমার কাছে জাস্ট একটা
কিয়ুট লিটল টয় যাকে নিয়ে সারারাত আমি খেলব...

আন্টি নিপুণ হাতে শাড়ি,
শায়ার তলা থেকে প্যান্টিটা
টেনে বার করে নিল।

...যু আর নাথিং মোর দ্যান দ্যাট। নে
খা এটা, গেট আ টেস্ট অফ হোয়াটস্
আবাউট টু কাম। মুখ খোল...
খোল বলছি!

সারাদিনের ঘাম আর যোনি নিঃসৃত
রস ও প্রস্রাবে স্যাঁতস্যাতে প্যান্টিটা
আমার চরম অনিচ্ছাসত্ত্বেও মুখে
জোর করে ঠুঁসে দিল আন্টি।

প্লীজ্... আগ্গঘ...বব...

হি হি দিস্ ইজ্
সো মাচ ফান!

টোটাল কন্ট্রোলের
কি মজা বুঝতে
পারছি!

প্যান্টির তীব্র সোঁদা
গন্ধে কেমন একটা
নেশা লেগে যাচ্ছিল।

এই দেখ
আমি ব্লাউজ্
খুলছি...

...তুই প্যান্ট খোল, তোকে
আমি একেবারে ল্যাঙটো
দেখতে চাই।

প্যান্টির গন্ধে মাতাল আমি শুয়ে
শুয়েই প্যান্ট খুলে ফেললাম,
কুকুরের মত সিঁজু অন্তর্বাস
শুকতে শুকতে...

ইশ্শশ...কি সুন্দর রে তুই...
শরীরে একফোটা লোম নেই... একেবারে
মাখনের মত ফর্সা স্মুথ স্কিন!

ছেলেদের শরীর এত মিষ্টি আর লোভনীয়
হতে পারে তোকে দেখেই জানলাম। এই
শরীরটা শ্রেফ আমার, বুঝলি?



ক্রিং ক্রিং

তুমি যা বলবে আন্টি...

উফ্ফ...অচিন্ত্য...আর কল করার টাইম পেল না! পুরো মুডটা বরবাদ করে দিল। শশশ্ এখন একটাও কথা না।



বলো সোনা হাউ ইজ্ জেনিভা?

সুন্দর, কিন্তু তোমার থেকে না, খুব মিস্ করছি তোমাকে। সেমিনার সেরে এই হোটেলে ফিরলাম। তুমি কি করছ?

এই তো ফিরলাম অফিস থেকে।

স্‌স্‌স্‌ আঃ!

আন্টি হঠাৎ করে আমার পেটে সজোরে একটা চিমটি কাটল।



কিসের আওয়াজ হল?

ও কিছু না, টিভি...তুমি বল, হাউ মাচ আর য়ু মিসিং মি? সুইস্ মেয়েদের ভাল লাগছে না?

তোমার মত সুন্দরী সেক্সি বাঙ্গালী বউ থাকতে সুইস্ মেয়েদের কি প্রয়োজন? বাঙ্গালী মেয়েদের সেক্স অ্যাপিলের সামনে কেউ ধোপে টেকে না।

আঃল্ল...স্নালস্



ভীষণ মিস্ করছি সোনা, সো মাচ যে আমি ম্যাস্টার্বেট করছি।

উফ্ফ...এত?

ইয়েস্...একটা রিকোয়েস্ট সোনা, ওই আওয়াজটা কর না...

ইশ্...ওটা এমনি এমনি হয় নাকি?



হবে বেবি...জাস্ট ভাব আমার আট ইঞ্চি পেনিসটা তোমার রসে উপচে পড়া গুদে পুশ ইন করছি...

আঃঃহহহ...

ইয়েস্, এবার স্ট্রোক দেওয়ার সাথে সাথে হাঁ করে তুমি ভারী নিঃশ্বাস আর তোমার মুখের গন্ধে আমায় মাতিয়ে দিয়েছ...

স্‌স্‌স্‌... ওঃহহহ...

কয়েক ঠাপের পড়েই তুমি জল ছেড়ে দিলে আর তোমার দুই থাইয়ের মাঝের বিছানার চাদর তোমার গুদের গাদা গাদা ডিসচার্জে একেবারে ভিজে....

উফ্ফ্ফ...আন্টি...কিরকম করছ তুমি...স্‌স্‌স্‌...

আঃ...আঃ..আআআআহঃ!

ইয়েস্‌স্‌স...

ওহ্ মাই গড বেবি...আমার হয়ে গেল!

বুঝেছি...রিয়েলি পাঁচ মিনিট লাস্ট কর
আর ফোনে দশ মিনিট, ঠিক-ই আছে।

এভাবে বোলো
না সোনা, জানই তো
তুমি যেভাবে তোমার
যোনির মাস্‌ল দিয়ে আমাকে স্কুইজ
কর আর কথায় কথায় ভাসিয়ে দাও
তারপর আমার রেজিস্ট করা কত কঠিন।

আই লাভ ইউ আন্টি...
আই লাভ ইউ সো মাচ!

হা হাঃ...আর তুমিই না আমার ইজাকুলেশন
নিয়ে চিন্তিত হয়ে পড়েছিলে? '...তপা তোমার
এত বেরোয় কেন? এতটা কি নর্মাল? ইশ
কেমন থিক, এরকম বেরোয়
নাকি মেয়েদের?' বাব্বাঃ,
গাইনির কাছে পর্যন্ত
নিয়ে গেলে...

মমুয়াহ্...প্লীজ্
এবার রাখো।

তা ভয় পাব না? তোমার যা সেক্সের
খাঁই, সবকিছু অতিরিক্ত একেবারে।
টোকাবার সাথে সাথে ফোয়ারা ছুটিয়ে
দাও, তার ওপর মালটা ওরকম ঘন
থকথকে, তুমি আবার ওটা আমায়
খেতে বল। ডাক্তারও টেস্ট করার
পর নিশ্চিত হল যে দেয়ার্স নাথিং
রং উইথ য়ু।

আর কি বলেছিল মনে আছে? 'মিঃ বর্মণ, য়ু আর
লাকি টু হ্যাভ আ ওয়াইফ্ লাইক হার, শি ইজ্
একস্ট্রিমলি ফার্টাইল...আ রেয়ার উওম্যান'। আর
আমাকে তুমি একটা টেস্টটিউব বেবিরও পার্মিশন
দিলে না।

না...কার না কার
বীজ কে জানে,
একদম না।

এই তোমার শিক্ষা, এই না
হলে সায়েন্টিস্ট? (দীর্ঘশ্বাস)
ছাড়, কবে ফিরবে বল,
আমি আর পারছি না।

আন্টি...আমিও আর পারছি না...
উফ্ফ একটু আদর করি...

এক মাস দেরি হবে...আরে এখানে চিজ্ খেয়ে
খেয়ে মোটা হয়ে
গেছি।

ফিরে এসো তোমার ধোন নিংড়ে
সব চিজ্ বার করে দেব। আচ্ছা
এখন রাখি হুম্‌ম?

ওকে টেক কেয়ার
সোনা, বাই।

আঃ হাঃহাঃ
হা...তাই?

আপ্পল...

আম্বব...

বাবাঃ...ছাড়তেই চায় না। এবার ফোনটা
অফ করে দিই নয়তো
আবার কেউ ডিস্টার্ব করবে।

টিং টিং টিটিং

হ্যাঁ...প্লীজ!

হুম্মম...এতক্ষণ তো মনের সুখে
আদর করে গেলি আমি কিছু
বলতে পারছি না বলে।

উম্ম...আরও চাই...

আয়...আল্লল...

আহ্...

জিভ দিয়ে আমার ঠোঁটদুটো
ভিজিয়ে দিল আন্টি।

আন্টি উঠে পড়লে কেন?

দাঁড়া কি অধৈর্য্য ছেলে রে বাবা...মেয়েদের
শাড়ি মানে পেঁয়াজের খোসা, একটার নিচে
আরেকটা, তার ওপর অ্যাক্সেসরিজ্...
এগুলো কি যেখানে সেখানে ফেলে রাখা যায়?

ত...তোমাকে যত দেখছি তুমি
যেন আরও সুন্দরী হয়ে যাচ্ছ...
আমি আর পারছি না আন্টি!

আমি এখনও ব্রা খুলিনি, তার
আগেই ফেলে দিস না যেন!
আমাকে এভাবে দেখার সৌভাগ্য
খুব কম ছেলের হয়েছে জানিস?

মম্মুয়াহ্...মুয়াঃ...

আঃ ছাড় এবার...
কত চুমু খাবি?
ব্লাউজ্ খুলতে
দিবি না?

য়ু ডোন্ট নো হাউ লাকি যু আর যে
তোকে নিয়ে এই এক্সপেরিমেন্টটা করার
ইচ্ছা আমার মাথায় হঠাৎ করে চেপে
বসল। যু উইল লাভ্ মি লাইক্ আ সান
এ্যান্ড মেক্ লাভ্ টু মি লাইক্ আ লাভার...

এতক্ষণ তো ব্লাউজ্
খোলাবার জন্যে
পাগল হয়ে যাচ্ছিলিস...

আন্টির অপূর্ব দেহসৌষ্ঠব দেখে বিশ্বাস হচ্ছিল না
জেগে আছি না স্বপ্ন দেখছি। এই নারী কি সত্যিই
তাঁর বিছানায় আমার মত এক তুচ্ছ শিশুকে স্থান দিচ্ছে?



একটা মেয়েকে কিভাবে শারিরীক ও মানসিক ভাবে তৃপ্ত করতে হয় তোকে শেখাব আমি।

আন্টি...ব্রা-টা...



উফ্ফ...বুক...বুক করে পাগল হয়ে যাচ্ছে একেবারে...নে!

অবশেষে...

শান্তি?

ওহ্ মাই গড! আয়নায় ভাল দেখতে পারছি না গো। একটু এদিক ফেরো না।



ম্মম... দাঁড়া, কি আরাম সারাদিন বাদে এই টাইট ব্লাউজ আর ব্রা থেকে বুকদুটো মুক্ত করে।

আমার বুকের শেপ আর সাইজের মেন্টেনেন্স কস্ট কত জানিস? বড়লোক বরের অনেক বেনিফিট আছে। বুঝলি?



লন্ডন থেকে ও আমার জন্যে একটা ব্রেস্ট ক্রিম আনে, একেকটা জার বারো হাজার টাকা।

আমার মাসে দুটো লাগে। এছাড়া হার্বাল ম্যাসাজ, স্পেশাল ট্রিটমেন্ট, এক্সার্সাইজ, কত কিছুর আহহ... নিপ্লগুলো একেবারে শুকিয়ে কিস্মিশ পাকিয়ে গেছে দেখেছিস? কাজের চাপে আজ ময়েচারাইজার লাগাতে ভুলে গেছি।

আন্টি ডান হাতের তর্জনীর ডগাটায় জিভ দিয়ে একটু লালা মাখিয়ে নিল।

আন্টি ইউ আর আগডেস্...স্...স্...আঃ!



আর তারপর বাম নিপ্লটা ভিজিয়ে আঙ্গুলটা বোলাতে লাগল।

আই নো, বেবি-বয়...

অ্যাভ যু আর সো ড্যাম্ লাকি!



আমার ফিগারটা কেমন বলতো?

কলেজে মডেলিং করতাম, ফিল্মেও অফার পেয়েছিলাম কিন্তু আমার হাইটের জন্যে কোনও হিরোকেই ওরা আমার সাথে পেয়ার করতে পারল না। তারপর তো সব ছেড়েছুড়ে সংসার পাতলাম। অ্যাম আই টু ফ্যাট?

না আন্টি... উফ্ফ, তুমি পারফেক্ট... নিখুঁত তুমি!

একটু বিছানায় এসে বসো না...প্লিজ!



দাঁড়া শায়ার দড়িটা
গিট লেগে গেছে,
খুলে নিই।



বাবা...তুমি কি বিরাট আন্টি! তোমার
একেকটা দুদুতো আমার মাথার
চেয়েও বড়!

আয়্যাম থাটি এট
ডি, অল ন্যাচরাল।

ন...না...

মাসে শুধু বুকোর পেছনেই আমার
তিরিশ হাজার টাকার ওপর
খরচা। সব মিলিয়ে আই
স্পেসড আরাউন্ড সেভেনটি
থাউজ্যান্ড অন মাইসেক্ষ
পার মাস্ত্র। আমার মত
মেয়ে তুই কোনদিন
দেখিসনি না?
স্বপ্নেও ভেবেছিলি
এরকম একটা
দিনের কথা?

অ্যাই....আবার বুকোর
দিকে হাত বাড়ায়!
বলেছি না, আমার
অনুমতি ছাড়া আমায়
একদম ছুঁবি না।

তুমি দেবী আন্টি...তুমি অঙ্গরা!



তো দেবীর পূজো কোথা
থেকে শুরু হয়?

পা থেকে?

গুড বয়! এই দেবীকে
আজ পূজো করে তুষ্ট কর...



আমি খুব সুন্দরী, তাই না? মাঝে মাঝে নিজেকে আয়নায় দেখে
ভাবি এত রূপ, এত যৌবন কিসের জন্যে? একটা মেয়ে হিসেবে
আমি কি পরিপূর্ণ? আমার বর আমায় টাকায় মুড়ে রেখেছে।
অফিসে সবাই আমার কৃপাপ্রার্থী, কিন্তু আমার চাহিদা...আমার
দাবী...কেউ কি পূরণ করতে পারবে? তুই পারবি?

পারব আন্টি...একটু সুযোগ
দাও। উফ তোমার পা-দুটোও
কি সুন্দর! মুম্ মুয়াঃ!

ছাই পারবি...তুইও
তো আমার রূপেই
মরেছিস।



ইশ্ দেখ
একেবারে
জঙ্গল হয়ে
গেছে!

পাঁচ মাসের
ওপর সেক্স
করিনি তাই
পরিষ্কার-ও
করা হয়নি।



উফ...কি লোম গো ওখানে তোমার আন্টি! তোমার গায়ে তো
কোন লোম নেই, ওখানে এত কেন?

বড়দের ওখানে অনেক লোম হয় বাবু, তুই এখনও ছোট
তাই গজায়নি। তোর আঙ্কলের আবার একদম
পছন্দ না। ও আসার আগে পরিষ্কার
করতে হবে।

না না, তুমি লোম রাখ। কি
সুন্দর নরম কালো চুলগুলো...
আদর করতে ইচ্ছে করছে।

পরে...



চুপচাপ নুস্কু খেঁচা, আমার ওপরে একটাও কথা না। আমাকে পাওয়া অত সোজা না বুঝলি?

কত ছেলে আমার পেছনে হাত ধুয়ে পড়ে আছে জানিস? আর তোকে আমি আজ হঠাৎ র্যাগামলি চুজ্ করে নিলাম।

তুমি খালি পরে পরে কর আন্টি, আমি আর পারছি না।



এবার বল আমায়...

এরকম একটা শরীর কোনদিন দেখেছিস?

হে ঈশ্বর এই নারীর থেকে আমায় রক্ষা কর!



পারবি এই শরীরের চাহিদা পূরণ করতে? মেয়েদের ক্ষিদে কিন্তু বড় সাংঘাতিক হয়...

আন্টি আই ক্যান ডাই ট্রায়িং!



এত কাছ থেকে এরকম দুর্দান্ত সুন্দরী এক যুবতীকে একেবারে নিসুতোয় দেখব স্বপ্নেও ভাবিনি! ভাবছিলাম আমি সত্যিই স্বপ্ন দেখছি না তো?

লেটস্ সি হাউ হার্ড য়ু ট্রাই। তাড়াতাড়ি মাল ফেললে জুতোপেটা করব কিন্তু...

আন্টির বিরাট শরীরটা তীব্র যৌনক্ষুধা নিয়ে যেন আমায় গ্রাস করতে এল, আমি ঘাবড়ে গেলাম। আমার কি যোগ্যতা এই কামদেবীর আরাধনা করার? কতটুকু ক্ষমতা আমার এঁর রমণসঙ্গী হওয়ার? পদ্মিনীর রূপ আর হস্তিনীর স্বাস্থ্যসম্পন্ন এই নারীকে তুষ্ট করতে তো কোন ভীমকায় পুরুষের প্রয়োজন!

উফ, ভয় পাচ্ছিস কেন; আমি কি বাঘ না ভাল্লুক?

স্বস্ব...কতদিন বাদে একটা ছেলের সাথে শরীর মেলাচ্ছি। তুই আমার থেকে এত ছোট বলে এক অদ্ভুত ফিলিং হচ্ছে! শুধু সেক্স না, আমাকে সম্পূর্ণ করতেই যেন তুই এসেছিস।

কি সুন্দর তোমার হাতগুলো... আমায় একটু জড়িয়ে ধর না গো।

আন্টির শরীরের নরম ভার, পেলব ত্বকের গনগনে আঁচ, একটাল শ্যাম্পু করা চুলের মাতাল সুবাস, নিঃশ্বাসের উষ্ণতা...

...আমার মাতৃহীনতার কষ্টের উপশম এভাবেই কি ঈশ্বর করছেন?

রিল্যাক্স বেবি।

না...আর না প্লীজ...

জানি, আয়...উম্হহ...

উম্...উম্...উমম!

আন্টির একটা কথাতেই ছিল ছেঁড়া তীরের মত বিশাল সুডৌল নিটোল দুটি স্তনের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লাম।

উমমলল...

আঃ হাঃ হাঃ বুকো আসতে বলেছি, খেতে বলিনি রে হতচ্ছাড়া! ওঠ...ওঠ বলছি!

কত আমি খাবি? পাগল ছেলে। আয়, বুকো আয়...

তুই বললি এর আগে কোনদিন খিঁচিসনি,
তাহলে তোর টুপিটা খুলল কি করে?

ওটা তো আমার মা-ই ছোটবেলায়
ম্যাসাজ করে করে নামিয়ে
দিয়েছিল গো, নোংরা
জমতে পারে বলে।

ইশশ্ তোর মা তো পুরো
পুতুল খেলা খেলেছে তোর
সাথে! কেমন করে ম্যাসাজ
করত বল না...

আ...আমার খুব ব্যাথা করত, তাই আমায় কোলে নিয়ে দুধ
খাওয়াতে খাওয়াতে মা আমার নুনেতে থুতু মাখিয়ে মালিশ
করত। দুধ খাওয়ার আনন্দে আমি ব্যাথা ভুলে যেতাম।

তুমি যখন আমার নুনেতে
থুতু ফেললে আমার ওই
কথাটাই মনে পড়ল...

চুপ কর...চুপ
কর, আমি আর
পারছি না।

ভালবাসায় কষ্ট আর আরাম
দুটোই আছে, বুঝলি?

কিস্ মি!

তোমার মুখটা
কি সুন্দর...

অনভিজ্ঞ আমি সন্তপনে আন্টির
ঠোঁটদুটো স্পর্শ করলাম।

মমম্...

উমম্

আমার শিশুসুলভ প্রচেষ্টাকে তুচ্ছ করে আন্টি
আমাকে বিছানায় ফেলে প্রকৃত চুম্বনের তীব্র
আস্বাদন দিতে লাগল।

ঠোঁট আর জিভের একটা প্রচণ্ড
সাইক্লোন যেন আমায় উড়িয়ে নিয়ে
যেতে লাগল। উষ্ণ প্রস্রবণের মত
তাজা লালার স্রোত আমার তৃষ্ণার্ত
কণ্ঠকে পরিপূর্ণ করতে থাকল।



কতক্ষণ যে সেই অপূর্ব চুম্বনের মদির উল্লাসে আমরা লিপ্ত ছিলাম মনে নেই। নিঃশ্বাস নিতেও যেন ভুলে গেছিলাম আমরা।

মমমম

মমগ



অবশেষে...

আআআঃহ

হহ

হহ

হহ



আআহ্লল...

আন্টির মুখের স্বাদ, গন্ধ, সিক্ততা...

একটা মেয়ের মুখ থেকেই যে এতটা সুখ পাওয়া যেতে পারে ধারণা ছিল না!



আঃ আমল্লল...

সসস্ ব্যাস সোনা... একটু দাঁড়া প্লীজ্ এরকম পাগলামো করিসনা। আজ রাতে তো আমি শুধু তোর-ই...



নাআআআ...তুমি আমাকে এক ইঞ্চি আলাদা করলে আমি মরে যাব আন্টি!

আঃ...চুপ কর; বাজে কথা একদম না!

সত্যি বলছি বিশ্বাস কর...তোমার শরীরের কোন একটা অংশ যদি আমার শরীর ছুঁয়ে না থাকে তাহলে বোধহয় আমি দম আটকে মারা যাব। আই উইল জাস্ট ডাই গো!

জানি সোনা, এটা তো তোর প্রথম অভিজ্ঞতা। শরীরের ক্ষিদে যে কি ভয়ঙ্কর...

এত ভয়ঙ্কর
যে এইটুকু
একটা
ছেলেকে
নিয়ে...

...উফ্ আমি আর
ভাবতে চাই না।

আমাকে আদর কর
আন্টি...কর না!

উফ্...খালি আদর আর আদর! আচ্ছা
তোর মা তোকে এভাবেই আরাম করে
দুধ খাওয়াত, না?

কি আশ্চর্য, কি করে
জানল আন্টি? আমার
সেই অপূর্ব স্মৃতি...

এটা কি হতে পারে এতবড় সুন্দর
বুকে একফোঁটা দুধ নেই?

সস্ আস্তে!

হে ঈশ্বর এ তোমার
কি বিচার?

জোরে জোরে চুষলেই কি দুধ
বেরোবে বুচু? এটা একাস্তই
মেয়েদের একটা হরমোনাল
ব্যাপার।

কল্পিত করার সময়ে আর মা হওয়ার পর
মেয়েদের শরীর যে পরিপূর্ণতা পায় সেই
তীব্র নারীত্বই উপছে বেরোয় বুক থেকে দুধ হয়ে।

আর তোমাদের উপচায়
শক্ত হয়ে থাকা এই বান্দু
থেকে বুঝলি শয়তান?

আন্টি যতবারই আমার নুনেতে হাত দিচ্ছিল
ততবার আমার শরীরে যেন শক লাগছিল।
কি অপূর্ব অনুভূতি!



ব্যাস অনেক হয়েছে
এত খেতে নেই।

আহলল না...প্লীজ...



উমম্...প্লীজ...প্লীজ...



উফ্ফ...
কুকুরছানার
মত কি
শুকছিস?

আন্টির বগলে বাসি
ডিও আর সোঁদা ঘামের
মেয়েলি সুবাস।

উমম্...তোমায়...



হিহিহি...কি অবসেসড
ছেলে রে বাবা!

কি মিষ্টি খিল খিল
করে হাসিটা!

সারাদিনের
ঘেমো বগল,
স্নান-ও করিনি
আর ওটা
শুকছিস?

আমার ভাল
লাগে...



ভাল করে মাখা...কি দেখছিস
এত, সাধ মিটছে না?

না...আমরা কেন এভাবে সারা
জীবন কাটাতে পারি না গো
আন্টি?

বাব্বাঃ কত সাধ ছেলের!
আজ রাতটা তো আমায়
সামলা; তারপর না হয়
জীবন দেখা যাবে।



বুঝেছি তুই আমায় ছাড়বি না। নে আমার
বুকদুটো ভিজিয়ে দে সোনা...

মমথুঃ!

আন্টির প্রতিটি শব্দ...

তোমার মুখে
কি সুন্দর গন্ধ...

গন্ধ...

আঃহ্...

স্বাদ...

হা হা হাঃ...আমার কি
সব কিছুই সুন্দর?

মুমম্...হুম্...

সস্‌স্‌স্‌...

স্পর্শ...

আন্টি, তোমার বুকে কি আমি
একটুও দুধ আনতে পারি না?
আমাকে দেখলেই তো আমার
মায়ের বুক ভিজে যেত...

পারবি, কিন্তু তার জন্য
তোকে প্রথমে আমায়
প্রেগন্যান্ট করতে হবে,
আই ক্যান্ট অ্যালাও দ্যাট...

স্‌স্‌স্‌ এত জোরে
টিপিস না ওটা!

যদি পারতাম তোর মিষ্টি মুখটা দুধে ভরিয়ে দিতাম না সোনা? তোর পেট
ভর্তি করে দিতাম ব্রেস্টফিড করিয়ে। উফ্‌ ভেবেও কি সুখ!

মাতৃত্বের এই আরাম, এই আনন্দ আমি
কি কোনদিন অনুভব করতে পারব?
তোর মায়ের ভাগ্যে আমার হিংসে
হয়...আট বছর ধরে তোকে
বুকে রেখেছিল!

আমি জানি না, আমি
চাই...চাই...উফ্‌ফ্‌...

খা...আমাকে খা। শেষ করে দে আমাকে!



মমমবব

সসস...কি করছিস? এভাবে আমি
তোর আঙ্কলকেও বুক খেতে দিই না!

কিন্তু তোকে আমি
না বলি কি করে?



ডুবে যা...আমার বুক ডুবে যা!

আআআঃহ



আন্টি প্লীজ,
জাস্ট
একবারটি
বল...

এই বুকদুটো শুধু
আমার, তুমি কাউকে
ছুঁতে দেবে না!

আমার বরকেও না?



না...মুম্পপ

উমমমম!



যদি পারতাম তোকে দত্তক নিয়ে সারাজীবন
নিজের কাছে রাখতাম। কিন্তু তুই তো অনাথ
নস...তোর ওপর আমার কি অধিকার?

কি করে বোঝাই সে
আমার আরাধ্যা দেবী?



আমি বাপীকে ছেড়ে
তোমার কাছে চলে
আসব আন্টি।

আঃ...এরকম
বলতে নেই।
ওঠ, অনেক
হয়েছে।

এত চটকালে আমার বুকের শেপ নষ্ট হয়ে যাবে।
তার চেয়ে আয় আমরা একটা নতুন খেলা খেলি।

কি খেলা আন্টি?

কিছু না বলে একটা রহস্যময়
হাসি হেসে হাতের চেটোয়
বিশাল এক ধাবলা খুতু
ফেলল আন্টি।

খুঃহ...

এই খেলাটা তোর
আঙ্কলের খুব
ফেভারিট।

যখন ও তোর মত বেশি দাপাদাপি করে
আমার বুক নিয়ে তখন এটাই ওর ওষুধ।

স্তনদুটো খুতুতে ভিজিয়ে
চ্যাটচ্যাটে করে দিল আন্টি...

দু-মিনিটে ও মাল
ফেলে দেয়।

...আগে বল
কেমন লাগছে?

সসস্... আঃহ....
শরীরটা কেমন
করছে!

মাল কি ভাবে
ফেলে আন্টি?

বলছি, এদিকে আয়...

পেটের তলায় কেমন একটা করছে না? এটা বাড়তে থাকবে। যত বাড়বে তত আরাম লাগবে।



হ্যাঁ...হ্যাঁ...উফফ, তোমার দুদুগুলো কি চকচক করছে!

তারপরে এই আরাম অসহ্য হয়ে উঠবে; মনে হবে শরীর ফেটে কিছু একটা বেরিয়ে আসতে চাইছে...



বল...বল আমায়... মনে হচ্ছে না নুনা ফাটিয়ে একটা কিছু বেরিয়ে আসুক?

আঃ...আঃ...আঃহ...

সসস্...আঃ...আন্টি তুমিও আমার বুক চুষছ! কিন্তু আমার তো তোমার মত দুদু নেই...তোমার ভাল লাগছে?



ভীষণ... মম্মঃ...

আচমকা আমার নিপ্লে তীব্র দংশণ করল আন্টি। প্রচণ্ড যন্ত্রণায় কঁকিয়ে উঠলাম আমি, কিন্তু ওই কামোন্মাদ নারীকে থামানোর সাহস বা শক্তি কোনটাই আমার নেই।



আনন্...

সসস্ উফফ!

আন্টি আমাকে নিয়ে যা খুশি করতে পারে আমি জানি। ভালবাসার সাথে যথেষ্ট যৌন অত্যাচারও করতে থাকবে।



থামাতে তো পারব না, তবে আমার বীর্যপাত করিয়ে আমাকে সম্পূর্ণভাবে বিদ্ধান্ত করায় ওর ইগোটিস্টিক স্যাটিসফ্যাকশন থেকে তো আমি ওকে বঞ্চিত করতে পারি।

আআআআঃ

সসস্ উফ্ বেরোয় না কেন তোর? নুনাটা তো ফেটে যাবে যা ইরেকশন হয়েছে। এতক্ষণ বুবফাকিং-এ যেকোন ছেলের দু-বার হয়ে যেত!

আয় বুকে আয়।



উফফ যদি আমার বর এই ক্ষমতাটা যদি পেত তাহলে সন্তান না দিলেও অন্তত সেক্সুয়ালি সুখী রাখতে পারত।

এত সহজে যখন তোর বেরোবে না তখন সারা রাত ধরে আমায় স্যাটিসফাই করার দায়িত্ব তোকে নিতে হবে বুঝলি?



তুমি আমাকে যা বলবে আমি তাই করব আন্টি।

আয়, আমার পায়ের মাঝে আয়। অনেকদিন ওরাল সেক্সের সুখ পাইনি।

কি সুন্দর গো, কেমন রস গড়াচ্ছে দেখ...



তুই দেখ, চক্ষু সার্থক কর। খুব কম লোকের-ই এই ভাগ্য হয়েছে।

নে, অনেক দেখেছিস, মুক্তো খুঁজছিস নাকি? এবার মুখ দে... আমায় ঠান্ডা কর।



উমমম...না না, মুখ দেব না। ওখান দিয়ে তুমি হিসু কর না? ইশশ কেমন একটা সোঁদা আঁশটে গন্ধ বেরোচ্ছে!

ফাজলামো মারছ? এক লাথি মেরে ল্যাংটো অবস্থায় ঘর থেকে বার করে দেব রাস্কেল কোথাকার। মুখ দে হারামজাদা...চোষ!



আন্টির হঠাৎ মেজাজ দেখে আমি আর সাহস পেলাম না। দ্বিরুক্তি না করে চেপে ধরলাম লোমশ, স্যাঁতস্যাঁতে যোনিটা মুখ দিয়ে।



সস্ স্ আঃ...কত ছেলে ওটা খাওয়ার আশায় জিভ বার করে বসে থাকে জানিস?

আআআআহ...ইয়েস্...ইয়েস্...জাস্ট ওভাবেই আমার
ল্যাবিয়া দুটোর ওপর জিভটাকে বোলা। ডিস্চার্জটা
চেটে খেয়ে নে...আআআঃ...

ওঃ শিট!

আমার ভাল লাগতে আরম্ভ করল...

আন্টি সারাদিন বাইরে থেকে এসে যোনি
ধোয়নি পর্যন্ত। জমে থাকা ঘাম, রস,
প্রস্রাবে আঁঠা আঁঠা হয়ে গেছিল।

আমি চেটে
পরিষ্কার করতে
লাগলাম।

ঘেন্নাকে জয় করে এনজয়
করতে শুরু করলাম।

মমম্...স্লুপপ্...

আআআআহ্...

উফফফ্...তুই কি জন্ম থেকে গুদখোর? এইটুকু ছেলে
এত সুন্দর করছিস কি করে? তোরা ছেলেরা জন্ম
থেকেই বর্ণ চোদনখোর!

যোনির বাসি সোঁদা গন্ধ,
রসের হালকা নোনা কষা
স্বাদ...অপ্রীতিকর হলেও
কেমন একটা নেশা
ধরিয়ে দিচ্ছিল।

আমার রোখ চেপে গেল...

...আন্টিকে....

...চরম সুখের...

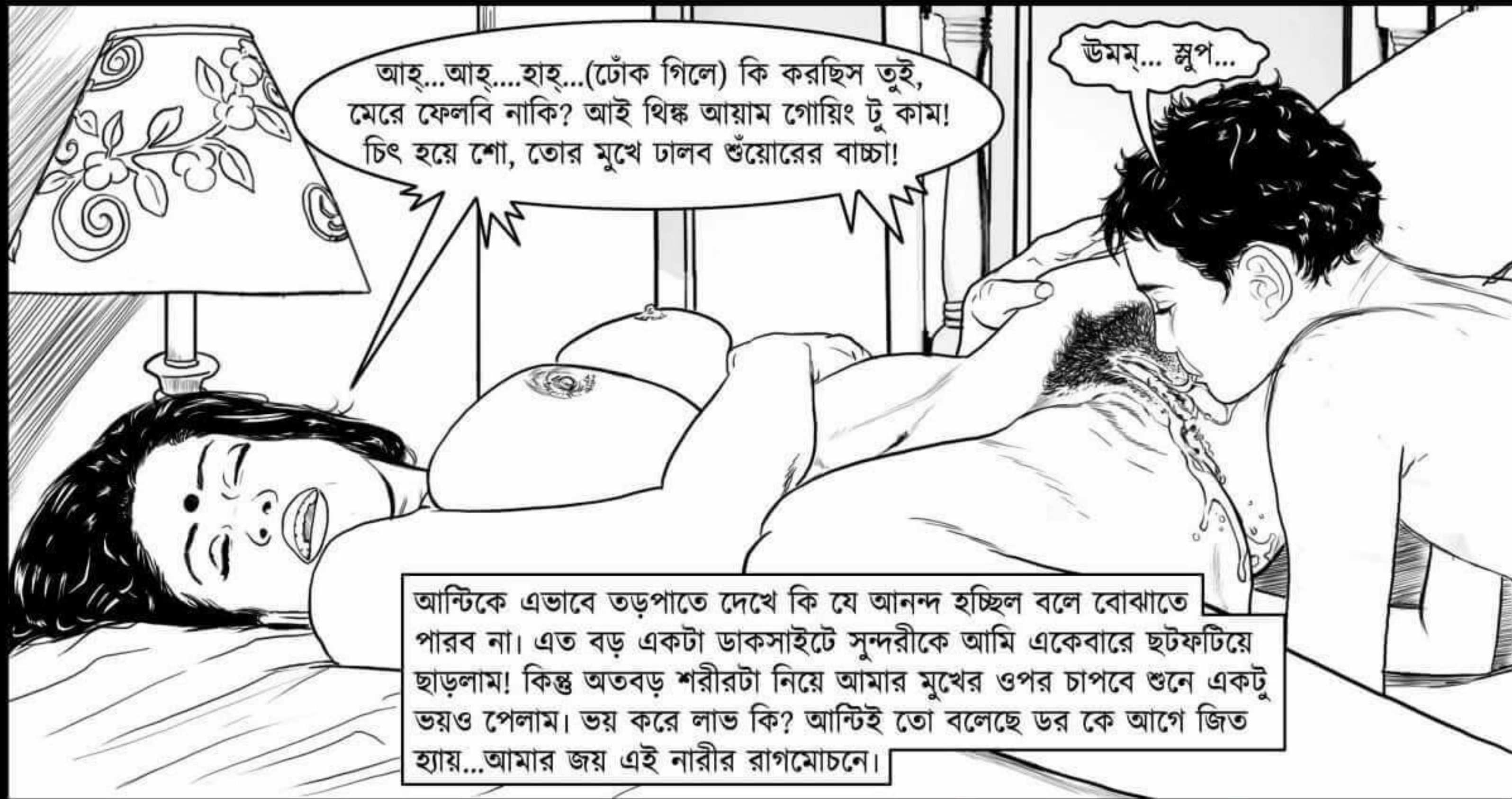
...শেষ সীমানায়
আমি পৌঁছাবই!

ওহ্ ইয়েস্...ইয়েস্...
পুশ ইয়র ফিঙ্গার
বেবি!

ওহ্ মাই গড...
ইয়েসস...ক্লিট্টা চাট!

ইইইইই...শিট!

স্টপ্...প্লীজ
থাম একটু!



আহ...আহ...হাহ...(টোক গিলে) কি করছিস তুই, মেরে ফেলবি নাকি? আই থিঙ্ক আয়াম গোয়িং টু কাম! চিং হয়ে শো, তোর মুখে ঢালব শুঁয়োরের বাচ্চা!

উমম্... স্লুপ...

আন্টিকে এভাবে তড়পাতে দেখে কি যে আনন্দ হচ্ছিল বলে বোঝাতে পারব না। এত বড় একটা ডাকসাইটে সুন্দরীকে আমি একেবারে ছটফটিয়ে ছাড়লাম! কিন্তু অতবড় শরীরটা নিয়ে আমার মুখের ওপর চাপবে শুনে একটু ভয়ও পেলাম। ভয় করে লাভ কি? আন্টিই তো বলেছে ডর কে আগে জিত হয়...আমার জয় এই নারীর রাগমোচনে।



আআআঃহ...জাস্ট আর একটু সোনা, আয়াম অলমোস্ট দেয়ার...আয়াম গোয়িং টু কাম বিগ ড্যান্সিট! ডোন্ট স্টপ ...শিট...শিট...

বুক বেঁধে নিয়ে নিলাম আন্টিকে আমার মুখের ওপর। শুরু হল তীব্র যোনি মর্দঙ্গ।

নন্স্ক...



স্লপ... গঘল্ঘক...



আই অ্যাম দেয়ার... ফাক...ফাক... উউউউ....

অবশেষে!!



সুনামির ঢেউ যেন আছড়ে পড়ল তটে!

উউউ শিট....

আআআআ....

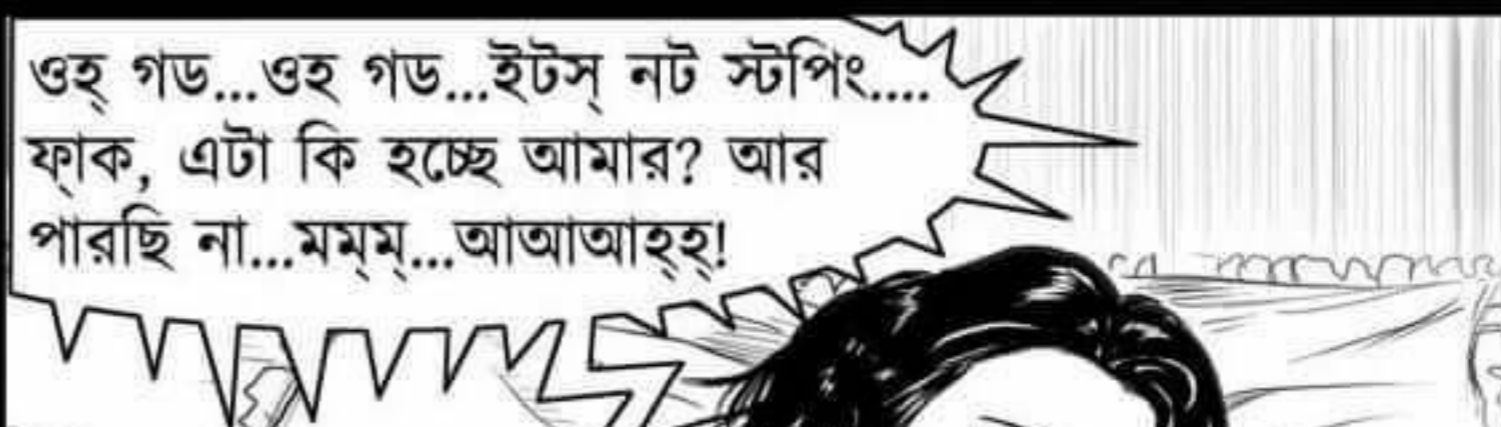
আআআ... আঃহ!

উফফ...

...আর আমায় ভাসিয়ে নিয়ে গেল।



মমস্মুয়াঃহ্...



ওহ্ গড...ওহ্ গড...ইটস্ নট স্টপিং...
ফ্যক, এটা কি হচ্ছে আমার? আর
পারছি না...মম্ম...আআআহ্হ!



থুঃহ্...

ওর অফুরন্ত যোনিস্রাব আকর্ষ খেতে খেতে
আমিও আর পারছিলাম না। পেট গুলিয়ে গলায়
চলে এল, আমি থুতু ফেলে কিছুটা উগরে দিলাম।



সসস্ উফফ্...কি আরাম
কি শান্তি....আহহ্হ্...

মম্মগুথুহ্...

অবশেষে একটু শান্ত
হল ওর শরীরের ভূকম্প।

শরীরে অনেকদিনের বিষ জমে ছিল
রে..তুই আজ চুষে সব ঝেড়ে দিলি।



উমমম...



আই নেভার কেম সো হার্ড বেবি...
জাস্ট আমার বুকো কান পেতে
হার্টবিটটা শোন...

আই ক্যান লিস্ন আন্টি...
ওই আওয়াজে আমার
নাম বাজছে।

আমাকে তো
বাজিয়ে ছাড়লি।
বেড শীটটা
একেবারে ভিজে
চুপচুপে হয়ে
গেছে।

রাগমোচনের পর আন্টির চোখ মুখ
অপার তৃপ্তিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল।
সম্পূর্ণ যৌনসুখ একটি মেয়েকে
শারিরিক ভাবে আরও সুন্দরী
করে তুলতে পারে তা না
দেখলে বিশ্বাস করা অসম্ভব!
সারা ঘর ম-ম করছিল আন্টির
রাগরসের গন্ধে... আন্টির ত্বক
ভাস্বর হয়ে উঠেছিল যৌন
তেজের দীপ্তিতে।

আমাকে চিৎ করে ফেলে ওর
বিশাল নরম শরীরটা দিয়ে
আমায় মুড়ে দিল আন্টি...

তোমার সারা মুখে তো আমার
গুদের গন্ধ লেগে আছে।

মুখ ধুয়ে
আসব আন্টি?

চুপ, আমার গন্ধ আমাকে বুঝতে দে। সারা মুখটা
চ্যাটচ্যাট করছে তো, কেমন কোঁৎ কোঁৎ করে
রসগুলো খাচ্ছিলিস... ইসসস্! ঘেন্না পিণ্ডি নেই
না একেবারে?

তুই তো আমার হাণ্ড মুতুও খেয়ে
নিবি যা দেখছি! নে, হাঁ কর, তোমার
মুখটা পরিষ্কার করে দিই।

আমাকে আজ তুই কি চরম
সুখ দিয়েছিস তোমার
তা বোঝার
ক্ষমতা নেই...

আআআহ্...

মমমমপপ...

আন্টি আমাকে চেটে পরিষ্কার করতে
লাগল... যোনিস্রাবের স্থান
নিল আন্টির মুখের
লালার মিষ্টি
সোঁদা সুবাস।

আহ্ল্লল...

আইসক্রীম খাওয়ার মত করে আমাকে
লেহন করতে লাগল আন্টি।

আআআঃহ্....

মমমম... থুঃহ্...

তারপর আমাকে মুখ টিপে
হাঁ করিয়ে থুতু ফেলে
আমার মুখের ভিতরটা
ধুয়ে পরিষ্কার করে দিল।
আমিও চাতক পাখির মত
ওর মুখামৃত পান করে
নিলাম।

কি উপাদেয় আন্টির
মুখের লালার স্বাদ!

উমমমলল....



সস্...নুটা তো ঠায় শক্ত হয়ে আছে। পুচকে ছেলে একটা...এতক্ষণ ইরেকশন ধরে রেখেছিস কি করে?

আপ্ললঃ...তোমার জন্যে আন্টি...



বাব্বাঃ... কি প্রেমা!

শোন, ইটস্ মাই টার্ন টু রিটার্ন দা ফেভার। এটা আমি আমার বর ছাড়া কারোওর সাথে করি না। আমার জল খসাবার পুরস্কার বুঝলি? তোর একবার রিলিজ্ পাওনা।

উফফ্...তোমার হাতটা কি ভাল লাগছে!



হাতেই যদি এই অবস্থা হয় তাহলে এখন কি করবি? সস্ টস টস করছে একেবারে। ফেটে যাবে না তো? তোর জীবনের প্রথম স্পার্মটা আমার, বুঝলি?

ত...তুমি কি করছ আন্টি?



সত্যি আমি বিশ্বাস করতে পারছিলাম না যখন আন্টি ওর অত সুন্দর মুখটা নামিয়ে ঠোঁটদুটো দিয়ে আমার নুনের মাথাটা চেপে ধরল। কি গরম আন্টির মুখের ভেতরটা!

সস্... আ... আন্টি!

এই অপরূপা পূর্ণযৌবনার কামনালিগু ওষ্ঠদ্বয়ের মাঝে আমার কুমারলিঙ্গটি প্রবিষ্ট হচ্ছে ওর সিক্ত মুখগহ্বরে!!



মুখের উষ্ণ ভাপে নুটা সেদ্ধ করতে করতে তেরছা চোখে দৃষ্টিবাণ মারল আন্টি।



আর তারপর আমার পুরো নুটা একেবারে যেন গিলে নিল।

আআআঃ!

হে ঈশ্বর....



এ কি সুখ....

এ কি সুখ....



মমমম্বব্ব...

আমার নুনাটা বিশেষ বড় না বলে আন্টি পুরোটাই আরামসে মুখের ভিতর নিয়ে নিতে পারছিল। মুখগহ্বরের রসকুণ্ড উপচে পড়ছিল একেবারে...



আআআহ্হ (গ্ললক)...

আঃ...আরাম লাগছে?

উম্...হুম্...

কতটা?

কি সুন্দর আমার নুনা আর আন্টির মুখের মাঝে ঝুলে থাকা ঘন থুতুর সূতলীগুলো!



উত্তরের অপেক্ষা না করে আন্টি আবার মুখ ডুবিয়ে দিল আমার নুনাতে।

ভীষণ...ভীষণ...ব...বলে বোঝাতে পারব না আন্টি! এত আরাম সহ্য করতে পারছি না!



খিঁচে বার করে দিই?

না না... প্লীজ... আরেকটু...



আআআআঃ... আস্তে...প্লীজ!

আন্টি কোন কথাই শুনছিল না, আমার মতই ওর রোখ চেপে গেছিল। এত জোরে চুষছিল যেন নুনার চামড়াটাই ছিঁড়ে নেবে।

তীব্র মুখমৈথুনের আরামে জলছুট মাছের মত ছটফট করে উঠলাম। এত সুখ কি আমার সহ্য হবে?



আন্টি...দোহাই তোমার... একটু থামো!

আরামে, আনন্দে আমার চোখ ফেটে জল গড়িয়ে পড়ল।
এত কাঁচা বয়সে একি অকল্পনীয় সুখের সন্ধান দিল
আমাকে এই নারী! নুনুর ডগায় যেন একটা টাইম বোম
লাগান আছে...যেকোন মুহুর্তে বিস্ফোরণ হতে পারে।

অনেক কষ্টে নিজেকে সংযত রাখলাম।
আন্টি আমাকে পরীক্ষা করছে বুঝতে
পারছিলাম, বীর্যপাত করলেই
ওর কাছে হয়ে হয়ে যাব।

আন্টি তুমি আমার মা,
আমার দেবী...আ...
আমার মালকিন...আমি
তোমার কেনা গোলাম
আজ থেকে।

তাই?...এত শখ
আমার গোলামি
করার?

আয়
তাহলে...

আমার বুকের ওপর আয়...তোকে
চুষে নিঙড়ে শেষ করে দেব!

সস্...আ...আন্টি!

ওহ্ মাই গড!

তোমার যোনিটা আবার
ভিজে যাচ্ছে গো!

উম্মগব্ব....

উত্তেজনার বশে নুনুটা
পিস্টনের মত আন্টির
মুখে ঢোকাতে বার
করতে লাগলাম।
মুখমস্তনের তীব্র
সুখে মাথা ঝাঁ ঝাঁ
করছে।

উম্ম...মমম...
মমম...মমম্বব...

পুরো গলা অবধি ঢুকিয়ে
দিচ্ছিলাম, আন্টি কিন্তু
একটুও বাধা দিচ্ছিল না
আমাকে। আমার সুখের
জন্য এতটা সহ্য করছে
এই দেবী? গভীর
কৃতজ্ঞতায় বুকাটা ভরে গেল।



.....ওর দুই নরম, কমনীয় কিন্তু বলিষ্ঠ হাতে আমাকে ওর শরীরের ওপর তুলে নিল। কি ভীষণ ডেস্পারেট লাগছিল আন্টিকে!

শরীর দিয়ে যেন আগুনের হলকা বেরোচ্ছিল। দুই জজ্জ্বার মাঝের চাদর আবার সিক্ত হয়ে গেছিল যোনি নিঃসরণে।

আয়, আয় আমার কাছে। নো ওয়ান ডিজার্ভস দিস্ মোর দ্যান য়ু...ছেলেদের তো নিজেদের সুখটাই সব। কজন মেয়েদের শরীরের তৃপ্তি নিয়ে ভাবে? তুই এত সহ্য করেও নিজেকে এভাবে কন্ট্রোল করে রেখেছিস?

তোকে আমি আমার শরীরের ভিতরে চাই। আই নিড টু ফাক য়ু নাউ!

একটা ছেলের জীবনের শ্রেষ্ঠ উপহারটা আজ তোকে দিলাম সুমন...

একটা অদ্ভুত ফ্যান্টাসি...

...যেন যে মায়ের শরীর থেকে বেরিয়েছি আবার সেখানেই ঢুকে যাচ্ছি আমি!

ওহ গড!

ঢোকা...

পেয়েছিস? আ...আরেকটু নিচের দিকে...স্‌স্‌... ছম্...এইতো।

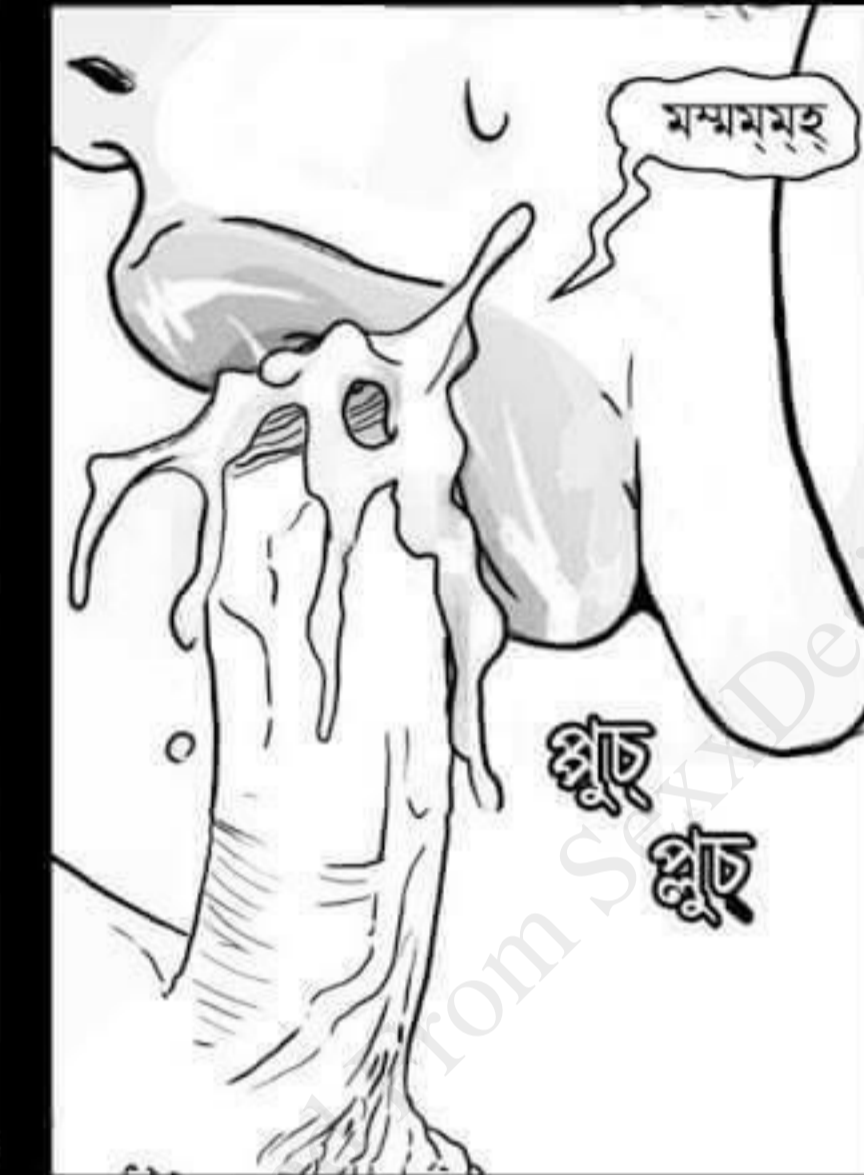
স্‌স্‌

ওহ ফাকক্ কি সুন্দর লাগছে! উম্‌ম্‌...

আআআঃহ!

আন্টি...আমি আজ কৃতার্থ... আমি স্বপ্নেও ভাবিনি...

শশশ্‌ চুপ, নে এবার স্ট্রোক মার। আয়, আমি দেখিয়ে দিচ্ছি...



একটা অবিস্মরণীয়
জিনিষ করল আন্টি।
আমাকে পুরো উল্টো
করে তুলে নিল! বিচি
থেকে পোদুর ফুটো
অবধি যে মাংসল
রেখাটা চলে যায়
সেটা চাটতে লাগল!

কি প্রচণ্ড শক্তি
এই নারীর শরীরে!

আআআঃ...আঃ...
ওটা কি করছ আন্টি!

ম্লস্...আঃ...আরাম
লাগছে না...বল?

এটা করলে এত
আরাম লাগে আমি
জানতাম না।

আআআঃ...হাঃ...
ভীষণ...ভীষণ!

শরীরের এমন সব সুখের হৃদিশ দিচ্ছিল আন্টি যা আমি কোনদিন
কল্পনাও করতে পারিনি।

স্...স্...তোর মাল আমি বার
করেই ছাড়ব। তোর রঞ্চে
নেই আজ।

আআহ্ল্ল...

না..না...আন্টি কি
করছ...ওটা তো
হাণ্ডর জায়গা!

উল্টো করে আমার বডিটাকে এমন ভাবে
ধরে ছিল যে নু নু থেকে ফোঁটা ফোঁটা
মদনজল আমার-ই মুখে পড়ছিল।

তখনও বুঝিনি কেন ফুটোটা
চেটে থুতু মাখাচ্ছিল আন্টি...



আন্টি এবার আমার ওপর উঠে বসল।
আমার ভয় করছিল যে এতবড়
শরীরটার নীচে পিষে না যাই।
তবে এই আসনটায় আন্টিকে
আরও সুন্দর লাগছিল,
সম্পূর্ণ যৌন কর্তৃত্ব
নিয়ে দেবী যেন
তাঁর বাহনের
ওপর আরোহণ
করল।

দেখ, এবার
আমি তোর
কোলে চড়েছি।
কি মজা, না?
হি হি হিঃ...

উফ...তুমি কি নরম
আন্টি...তোমার গায়ে
কি সুন্দর গন্ধ...

চুপটি করে শুয়ে থাক সোনা, দেখ আমি তোকে
কিরকম আরাম দিই...তোর
আঙ্গলের তো তাড়াতাড়ি
পড়ে যায়, তাই এভাবে
ওকে কিছুটা কন্ট্রোলে
রাখি।

আ...
আন্টি!

ভয় পাচ্ছিস সোনা?

ডোন্ট ওয়ারি, আমি তোর ওপর
প্রেসার দেব না। আস্তে আস্তে
করব...হ্যাঁ?

ত...তুমি কর আন্টি...

সস্‌স্‌...প্রথম যখন
টোকে কি আরাম
লাগে...না?

আঃ...উমম...

উফ...মাথাটা তোল
না...দেখ না...

ব্লাডি য়ু হ্যাভ্‌ আ পার্‌পেচুয়াল ইরেক্‌শন।
কি শক্ত হয়ে আছে তোর পেনিস্‌টা!

সস্‌স্‌... কি গরম তোমার
ভেতরটা...এবার একটু
অন্যরকম লাগছে আন্টি!

সস্‌স্‌...দেখ, পুরোটা ঢুকে গেছে! তোর
নুকু ভ্যানিশ...হা হা হাঃ...

আন্টির ঘনকৃষ্ণ যোনিকেশের মাঝে
আমার লিস্‌টা হারিয়ে গেল।

আআআঃ...লাগবে না? সেক্সের সময়ে
প্রতিটা পোজে আলাদা আলাদা ফিলিংস্‌ হয়।

উফফফ...



আআআআহ...
কি আরাম!

আই লাভ্ দিস্ পোজ্।
সেনসেশনগুলো সম্পূর্ণ আমার
কন্ট্রোলে, এ্যান্ড আই লাভ্ টু
বি ইন কন্ট্রোল।

বেশি চাপ লাগলে আমাকে
বলবি, আমি আস্তে আস্তে
স্ট্রোক মারছি...

ওহ্ মাই গড...কি সুন্দর
ঢুকছে-বেরোচ্ছে গো আন্টি!



সস্... আঃ
আঃ আঃ আঃহ

মমমমঃহ...

উমম্...উফ...
উফফ্...

ফাক্...দিস ইজ্ দ্য
বেস্ট সেক্স আই
হ্যাড ইন ইয়ার্স!

আই লাভ্ য়ু আন্টি...

আই লাভ্ য়ু

আই লাভ্ য়ু

কি রস
বেরোচ্ছে
গো তোমার!



উমম্...ম্যাসাজ
মাই বুবস্...



সস্...

আআহ্...আঃ..
আআ...

তুই আমায়
এত সুখ দিবি
ভাবতেও
পারিনি।



আন্টি তোমার
দুদুগুলো
কি ভারী!

প্লীজ্ আন্টি...
দুধের কথা
বোলো না।
একটু দুধের
জন্য মরে যাচ্ছি!

উমম্...যদি দুধ থাকত
আরও ভারী হত সোনা
কি ভাল হত, না?



আঃহ্...

সেক্সের সাথে সাথে
বুক টিপে তোকে
দুধে স্নান
করিয়ে
দিতাম...

উফফ্ আন্টি,
নুনাটা বেরিয়ে
গেল!



সসসস্ এত ভিজে
গেছে যে স্লিপ করে
বেরিয়ে গেছে।

নে, আবার ঢোকাচ্ছি...

আঃ...



আন্টি...আমার গলা শুকিয়ে যাচ্ছে...
একটু জল খেয়ে আসি না...প্লীজ...

পুচ
পুচ
পুকৎ



আঃহ্...মুখ খোল।
হাঁ কর...



উম্ম...



মম্ম...
পুৎ...
থুঃহ্...

আতাতা...



আমার শরীর শান্ত না হওয়ার আগে এই বিছানা ছেড়ে
তোকে কোথাও যেতে দেব না।

সাহস হয় কি করে
ওঠার কথা বলার?

উমমগ্...



তোর ক্ষিদে, তেঁটা আমি
আমার এই শরীর দিয়েই
মেটাব।

উম্পফফ...



ওহ্ গড...সোনা আমার
আবার হবে মনে হচ্ছে!

উফফ...
(খাবি খেয়ে)
আমার দম
আটকে যাচ্ছিল!



পুচ্চ
পুচ্চ
পুচ্চ

ওঃ ফাক্...ইরেকশনটা
ধরে রাখ বেবি...
শিটট...



আআআহ্... আঃ... আঃ...

মা-গো...
আআআঃ...
আঃ...



ফলো মাই রিদম সোনা...ওঃ ত্র্যাপ্...
আই উইল এক্সপ্লোড উইথ
প্লেজার!

আমার প্রথম
বয়ফ্রেন্ড-ও
আমায় এত
আরাম দেয়নি!

এসির হাওয়াতেও
কুল কুল করে
ঘামছিলাম
আমরা।

আন্টিইইইই...



অবিশ্রান্ত একটা মেশিনের মত
ঠাপ দিয়ে যাচ্ছিল আন্টি,
কোন ক্লান্তি নেই!

আঃ
আঃ
আঃ...

আন্তে...প্লীজ্...



আই অ্যাম অলমোস্ট দেয়ার...

জাস্ট আর একটু সোনা... আরেকটু...

আঃ

আঃ

আঃ!

আ... আন্টি... প... প্লীজ...

শাট আপ... বুক খা... আঃ... ইয়েস... ইয়েস...

আন্টির শরীর ঝরা ফোঁটা ফোঁটা স্বেদ আর রমণরসে আমি তখন সিজ্ঞ... স্নাত...

উমম... ঝুব...



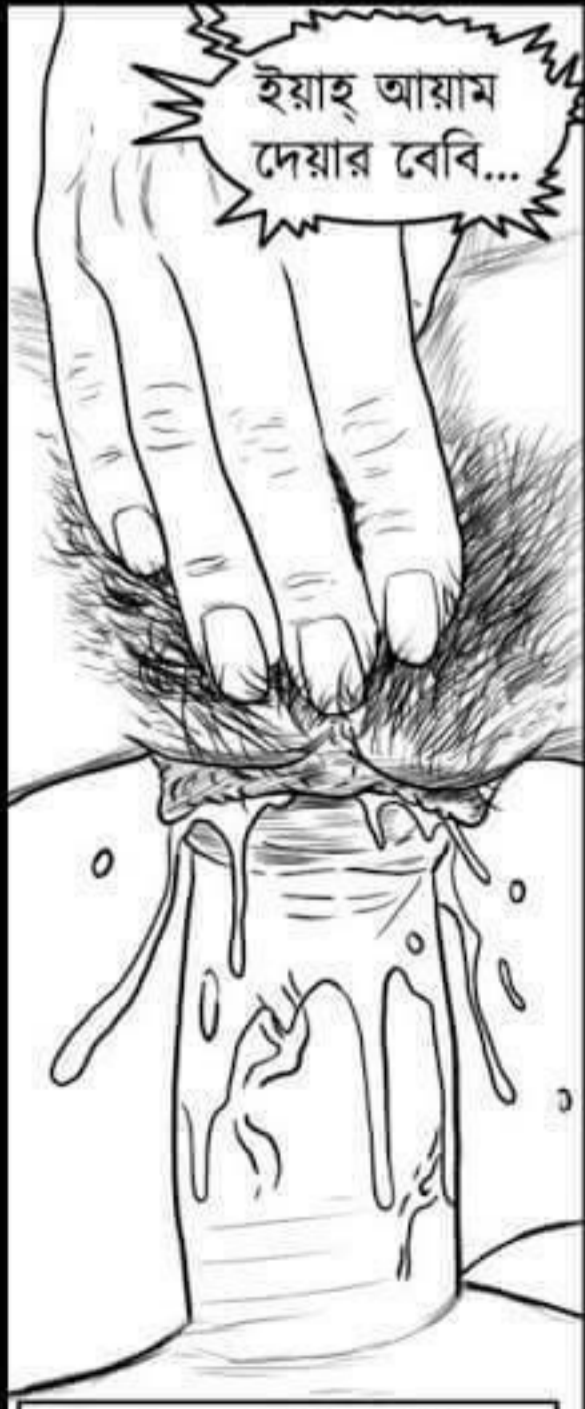
উংহহ... শিট... শিট...



আঃ...



আঁআঁআঁ...



ইয়াহ্ অ্যাম দেয়ার বেবি...



শিটটট



দেখ আমায়...

অ্যাম কমিং লাইক আ বিচ!



স্প্লট

অবশেষে আন্টির শরীরের বাঁধ ভেঙে বানভাসি এল।

তীব্র রতঃপাতের পর বিছানায় গা এলিয়ে প্রায়
অবচেতন হয়ে গেল আন্টি। বিশাল বুকটা
হাপরের মত ওঠানামা করছিল।

আন্টির নিস্তেজ শরীরটা আর আমার
সারা দেহে ছড়ান যোনিহ্রাবের ধারা
দেখে এক অনির্বচনীয় আনন্দে
মনটা ভরে গেল।

উফফফ...

যেন প্রগাঢ় যোনিমস্থনের পর এই দেবীর
শরীরে অমৃতক্ষরণে আমি সক্ষম হয়েছি!

কিছুক্ষণ পর...

কি ঘামছ,
মুছিয়ে দিই?

তুই তো পুরো
ভিজে গেছিস
আমার
ডিস্চার্জে!

আমারটা থাক না গো...ভাল লাগছে।
যেন তোমার ভালবাসার নির্যাস সারা
শরীরে মেখে আছি।

চুপ...খালি
নোত্রামি!
দাঁড়া আগে
আমারটা
মুছে নিই।

কি যে করছিস তুই আজ আমায়...এরকম
কোনদিন-ও হয় নি আমার। একদম নড়বি না,
মুছতে দে...ইশশ...কি গন্ধ বেরোচ্ছে!
এবার চান করতে হবে।

নাআআ...ভাল গন্ধ,
চান করব না।

অবাধ্যতা করে না...

আঃহ্হ...আবার বুক?

এবার একটু ছাড় না
বাবু...এই করে তুই
বার বার আমার সেক্স
ওঠাচ্ছিস। একটু
থাম না!

উম্ম...দুদু...

আর এটার কি হবে? আন্বিলিভব্ল...আমার
দু-বার হয়ে গেল আর তোর
একফোঁটা বেরল না!

মম্ম...



এত সুখে আমায় ভাসাস না বেবি। এরপর তোকে ছাড়া আমি থাকতে পারব?

আ...আমি পারব না আন্টি...



প্রগাঢ় চুম্বনে আমরা একে অপরের মধ্যে ডুবে যেতে লাগলাম... গভীরে, আরও গভীরে...

আম্মম্...

অঃহ্...



বাস্ এনাফ্...আই নিড আ শ্মোক।



উমঃহ্...সিগারেট খেও না আন্টি, প্লীজ!

চুপ কর; এরকম সেক্সের পর একটা সিগারেট না হলে চলে? চুপচাপ আমার বুকো মাথা দিয়ে শুয়ে থাক।



খুব মজা না? একেবারে বালিশ বানিয়ে শুয়ে পড়লি যে...

উমম্... আন্টি, আমরা কেন এভাবে সারা জীবন একসাথে থাকতে পারি না? শুধু তুমি আর আমি...আর কেউ না।

এসব কথা শুনতেই ভাল লাগে বুদ্ধ কোথাকার।



কিন্তু কেন? তুমি তো আমায় এ্যাডাপ্ট করে নিতে পার। আমি কোর্টে বলে দেব যে বাবার সাথে আমি ভাল নেই।

আঙ্কল তো সারাবছর দেশে থাকেই না বললে চলে। বিদেশে তো এরকম কত হয়।



হি হি...ডোন্ট কিপ আনরিয়্যাল এক্সপেক্টেশনস্ কিড।

দেশটা ইন্ডিয়া তার ওপর কোলকাতা। আর আমার বরকে কি জবাব দেব?



যে লোকটা একটা টেস্টিউব বেবির অনুমতি দিল না সে একটা তেরো বছরের ছেলেকে আমায় দণ্ডক নিতে দেবে?

তুমি আঙ্কলকে ছেড়ে দিতে পারবে না?